আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৩১১ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২শ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

সম্পাদক।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)

Preprietor--D. D. Surma & Sons.

Alochona Sumity, Howrah,

Printed by Jogendra Nath Chakraburti

At The "Hari-press" No 138 Musjid Bari Street.

CALCUTTA.

1905

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৵১০ [illegible]

সূচীপত্র।



আলোচনা।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

অষ্টম বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩১১ সাল। { ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

কালচক্রের অবিরাম আবর্ত্তনে দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর নদী-বক্ষস্থ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে জন্মের মত বিলীন হইল। আজ নূতন বৎসর, সংসার চক্রের একটী আবর্ত্তন সমাধা হইয়া আর একটী নূতন আবর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রত্যেক জীবই সংসার চক্রে সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া এক একবার কালকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। নশ্বর জগতের ইহাই অকাট্য নিয়ম, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা ইহজগতে কাহার নাই। যাহা যাইবার—তাহা যাইবে, যাহা আসিবার—তাহা অবশ্য আসিবে; বিশ্বপাতা বিধাতার এই বিচিত্র-বিধানে ১৩১০ সাল চিরতরে লোকলোচনের বহির্ভূত হইল। পুরাতন স্রোতের পরিবর্ত্তে আবার জগতে নূতন স্রোত প্রবাহিত হইল। ইহার সহিত প্রকৃতি-রাজ্যেও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে; দুঃখভারাক্রান্তা, মলিনবসনা স্বভাবসতী আবার জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন শোভায় সুশোভিত, যেন ব্রীড়াবনতা কুল-

---

কামিনী প্রবাসী পতির আগমন আশায় উৎফুল্ল, আনন্দে আত্মহারা হইয়া অভিনয় প্রণতি করিতেছে। প্রকৃতি সতীর এই নূতন শোভা সন্দর্শন করিয়া জীবমনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জীবজগতে প্রতিদিন তই এই রঙ্গের অভিনয় কত হইতেছে; এক যাইতেছে, আর এক আসিতেছে; একের উৎপত্তি, অপরের বিলোপ, ভ্রান্তমানব ইহা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, বুঝিয়াও বুঝে না। অতীতের প্রতি কাহার দৃষ্টি নাই, কেবল নূতনের প্রতি এখন নয়ন পতিত; নূতনের আদর অভ্যর্থনায়, বিষয় আলোচনায় জগৎ ব্যতিব্যস্ত; অতীতের প্রতি, পুরাতনের প্রতি তাকাইবে কে? সে স্মৃতি কেই বা হৃদয়ে ধারণ করিবে? কিন্তু অতীতের আলোচনায় যে কত অভিজ্ঞতালাভ করা যায়, তাহা আমরা ভ্রমেও একবার ভাবি না, সে স্মৃতি একবারও আমরা হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করি না। এই যে দেখিতে দেখিতে ১৩১০ সালের সুদীর্ঘ বারটী মাস কাটিয়া গেল, তাহার ফলাফল চিন্তা করা কি আমাদের উচিত নয়? ১৩১০ সালের ৩৬৫ দিন আমাদের চক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু অপরাপর বৎসর অপেক্ষা উহার জলন্ত স্মৃতি বোধ হয়, ভারতবাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা থাকিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনুপাতে ১৩১০ সালের ঘটনাবলী বহু বিস্তৃত এবং দুঃখদায়ক, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল; জীবের জীবন নাটকের একটী অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া আর একটী নূতন অভিনয় আরম্ভ হইল। ভক্তবৎসল ভগবানের অপার অনুগ্রহে, করুণাময়ের অসীম করুণায়, সহৃদয় গ্রাহক, পাঠক ও লেখক মহোদয়গণের অনুকম্পায় আমাদের আলোচনারও সপ্তম বর্ষের যবনিকা পতিত হইয়া এই শুভ বৈশাখ মাসে অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল। সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে,—সংসারের কত প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিতে করিতে, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আলোচনা আজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার মস্তকে বহন করিয়া, এই আট বৎসর-কাল আমরা সাধারণের কতদুর মনস্তুষ্টি করিতে পারিয়াছি, তাহা তাহাদেরই বিবেচ্য বিষয়, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষ পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। আলোচনা যে এতদিন জীবিত থাকিয়া প্রাণপণে আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে- ইহাতেই আমাদের পরম তুষ্টি।

আমরা বৎসরান্তে আবার আলোচনার সুশিক্ষিত গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক ও পাঠকবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও সাদর-সম্ভাষণ করিয়া অষ্টম বর্ষের জন্য আলোচনার সেবায় ব্রতী হইলাম, তাঁহারা যেন পূর্ব্বের মত আমাদের প্রতি অনুগ্রহ রাখেন, আমাদের সহায় হইয়া সদুপদেশ প্রদান করেন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। গ্রাহকগণের অনুকম্পাই পত্রিকা পরিচালনের একমাত্র ভরসা। আর ভরসা তাঁহার—সেই বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজননী জগদম্বার, যাঁহার কৃপাকটাক্ষে, মরজগতে জীবের কোন অভাবই থাকে না, দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রকৃত বলের সঞ্চার হয়, শুষ্কতরু মঞ্জুরীত হয়, অকুল সাগর গোষ্পদের ন্যায় অনুমিত হয়, অসম্ভব সম্ভব মধ্যে পরিগণিত হয়;—তাঁহারই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহারই মুক্তিমূলাধার পরম পবিত্র নাম রসনায় উচ্চারণ করতঃ আমরা পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। মা মঙ্গলময়ি! তোমার অকৃতি সন্তানগণকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালন করিয়া কৃতার্থ কর মা!

সম্পাদক।

মেঘদূত।

(১)

কবিকুলতিলক কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে সকল মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও নাটকাদি বিনিঃসৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই মনোমুগ্ধকর ও ভাবরসে পরিপূর্ণ। তাঁহার ভাষা, তাঁহার উপমা প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের গরীয়সী স[illegible]। তাঁহার রচনা আদ্যন্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, আদ্যন্ত প্রাসাদ-গুণবিশিষ্ট। ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট, মুরারি, শ্রীহর্ষ, রাজশেখর, দণ্ডী প্রভৃতি কবিকুল তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া মরজগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতে যেমন কালিদাস, জর্ম্মণীতে তেমনি গেটে। এই গেটে কালিদাস সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

"Wouldst thou the young years blossoms
And the fruits of its decline
nd all by which the soul is charmed
Enraptured, feasted, fed ?

Wouldst thou the earth and heaven itself
In one sole name Combine,
I name thee. O Sakuntola, and
All at one is said."

মেঘদূত কালিদাস বিরচিত একখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খণ্ডকাব্য। মেঘদূত কল্পনাদেবীর আনন্দ লীলা-নিকেতন। প্রকৃতি স্বহস্তে এখানে লতাগুল্মপত্র, ফল, পুষ্প, বৃক্ষাদি যথাস্থানে সযত্নে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এখানে সকলেই সজীব, সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর। এখানে চাঁদের আলো, চকোরির তৃষা, মলয় হাওয়া, বিরহির হা-হুতাশ, কুসুম-সৌরভ, যাহা চাও, সকলই দেখিতে পাইবে। ইহার সৌন্দর্য্য মুখে বলিয়া বুঝান অসম্ভব, পাঠ করিয়া উপভোগ করিতে হয়। কবি এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে যেরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ আর কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। রচনা-কৌশলে ও ভাবের পুষ্টিতে গ্রন্থখানি কবির পরিণত বয়সের শ্রম প্রসূত বলিয়া বোধ হয়।

মেঘদূত দুই ভাগে বিভক্ত,—পূর্ব্ব মেঘ ও উত্তর মেঘ। পূর্ব্ব মেঘে প্রিয়া বিরহে কাতর যক্ষ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব মেঘের স্তুতি, যক্ষের বিরহ, অলকাপুরীতে যাইবার পথাদি বর্ণন ও প্রিয়ার কুশল সংবাদ জানিবার জন্য মেঘকে যক্ষ ভবনে প্রেরণ এবং উত্তর মেঘে—মেঘের নিকট নিজ কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া প্রিয়তমার কুশল জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা, যক্ষপত্নীর বিরহদশা ও যক্ষ গৃহ বর্ণনা প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সমগ্র মেঘদূতের ভাব যথা,—

কুবেরের উদ্যানরক্ষক এক যক্ষ স্বীয় কার্য্যে অনবধানতা প্রদর্শন করাতে, যক্ষরাজ 'প্রিয়ার সহিত তোমার এক বৎসর বিরহ হউক', বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। যক্ষ, ভার্য্যা বিরহ নিবন্ধন দুঃসহ সম্বৎসর ভোগ্য শাপে অতিশয় কাতর হইয়া রামগির্য্যাশ্রমে কতিপয় মাস অতিবাহিত করিল। পরে আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দেখিলেন, বপ্রক্রীড়াপরায়ণ তির্য্যগ্দন্ত-প্রহারী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় প্রিয় দর্শন নবজলধর গিরি নিতম্ব আলিঙ্গন করিতেছে। যক্ষ প্রিয়াশোকে অতিশয় অধীর হইয়া তাহার নিকট সম্বাদ লইয়া যাইবার জন্য মেঘকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও বায়ুর সমবেত স্বরূপ মেঘই বা কোথায়, আর হস্ত পদাদিযুক্ত মনুষ্য দ্বারা প্রেরণীয় সংবাদ-বার্ত্তাই বা কোথায়? বস্তুতঃ উভয়ের সমাবেশ নিশ্চয়ই অসম্ভব। কিন্তু যক্ষ, প্রিয়া বিরহে এতই অধীর হইয়াছিল যে, মেঘের যে সংবাদ বহন

করিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই কবি পূর্ব্ব মেঘের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

'কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।'

কবি এই অষ্টাদশাধিক শ্লোক সমন্বিত ক্ষুদ্র কাব্যে যেরূপ সুনিপুণ ভাবে মানব-হৃদয়ের উপর বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব এবং তাহাদের প্রভেদ অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত কবি প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্য্য যেটুকু দেখিতে পান, সেইটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট হন না, সেইটুকুর আলোচনাতেই তৃপ্ত থাকিতে পারেন না; মধুলুব্ধ মধুকরের ন্যায় তাহার পরতে পরতে প্রবেশ করিয়া মধু আহরণ করিয়া থাকেন। এই গুণ আছে বলিয়াই কালিদাস প্রাচ্যপ্রতীচ্য অনেক কবি হইতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ভাবের গভীরতায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিত্রনে মেঘদূত একখানি অতি উচ্চ অঙ্গের কাব্য হইয়াছে। যতদিন বাঙ্গালীর সত্বা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী সংস্কৃতকে দেবভাষা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবে, ততদিন এ কাব্যখানি জয়মাল্য ও বিজয়মুকুট পরিয়া সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিবে, বলা যাইতে পারে। প্রকৃতই ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে যেরূপ মধুরতা, কবিত্বের অপ্রতিহত লীলা খেলা প্রবাহিত, তাহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব সময়েই সকলের সম্মুখে মনোমোহিনীরূপে প্রতিভাত হইবে। একাধারে সহৃদয়তা, অভিজ্ঞতা এবং কবি-প্রতিভা না থাকিলে এরূপ উপাদেয় কাব্য রচনা করা যায় না।

আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, বসন্তকালেই বিরহীদিগের বিরহ-বেদনা জাগিয়া উঠে। কোকিলের কুহুতানে, ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দে, মৃদুল মলয় সমীরণ স্পর্শে, কুসুম-সৌরভে, সুনির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায়—বিরহী-হৃদয়ে কি যেন কি এক অব্যক্ত সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠে। এখনকার অনেক কাব্যেই এ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বে বর্ষাকালে বিরহিদিগের বিরহ-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত,—প্রিয়জনের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইত, মেঘের অন্ধকারে ভেকের কোলাহলে, বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দে, তাহারাও উদাস হইয়া উঠিত। বিরহী-হৃদয়ে বর্ষার এরূপ প্রভাব অনেক বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়।—

"এ সখি হামার দুঃখের নাহি ওর,
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

আজিও আমরা গায়কদিগের কণ্ঠে গীত হইতে শুনিতে পাই।

কেহ কেহ বলেন, কবি বিরহী যক্ষের আক্ষেপ বর্ণনায় কিয়ৎ পরিমাণে নিজ হৃদয়ের ভাবই ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মেঘকে যেভাবে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠে বোধ হয়, তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কালিদাস অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, পরে উজ্জয়িনী নগরে আসিলে তাঁহার অদৃষ্ট কিছু প্রসন্ন হয়। তিনি এখানে থাকিয়া গ্রন্থাদি রচনা করেন। ২৬শ হইতে ৩৮শ শ্লোকে তিনি উজ্জয়িনীর যেরূপ সূক্ষ্মাদিসূক্ষ্ম বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপাঠে অনুমান করা যায় যে, উজ্জয়িনী নগর এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল।

কালিদাসের আবির্ভাবের সময় লইয়া আজ কাল পণ্ডিতে পণ্ডিতে দ্বন্দ্ব বাধিতেছে, আমরা মূর্খ, ধন্দ হইয়া বসিয়া আছি। মেঘদূতের একটী শ্লোকে, প্রসিদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য্যের নামোল্লেখ আছে,—

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

মল্লিনাথের টীকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দিঙ্‌নাগাচার্য্য কালিদাসের সম-সাময়িক ও তাঁহার একজন প্রতদ্বন্দ্বী ছিলেন। এখন দেখা উচিত, দিঙনাগ কোন্ সময়ের লোক। চীন ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ সমূহ আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্ম্মকীর্ত্তি দিঙ্‌নাগকৃত ন্যায়ভাষ্য ও প্রমাণ সমুচ্চয়ের 'ন্যায়বার্ত্তিক' ও 'প্রামাণিক বার্ত্তিক' নামক টীকাদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। সুবন্ধু তাঁহার বাসবদত্তাগ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'বৌদ্ধ সংগীতি' ৪র্থ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। অতএব উক্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ৪র্থ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, এবং দিঙ্‌নাগ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ কালিদাস যে তাহারও বহুকাল পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এই বিষয়টি ইহা দ্বারা যাঁহারা কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলেন, তাহাদের মত নিরাকৃত হইল। (সাহিত্য-সংহিতা, ১ম বর্ষ।)

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

হরিদাস দাস।

১৮৬৮ খৃঃ ১লা জুন, হুগলী জেলার বালিগ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়। বালিগ্রামে বড়ালেরা নামজাদা লোক। তাহাদের বাড়ীতে একটী পাঠশালা ছিল—সেই পাঠশালায় হরিদাসের হাতে খড়ি হয়। পাড়ার লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাল্যকালে হরিদাস দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। শৈশবাবস্থায় সুন্দর থাকাতে সকলেই বালকটীকে ভালবাসিত। বাল্যকালে তাহার বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ মনোযোগ ছিল। সুযোগক্রমে কলিকাতায় থাকিয়া হরিদাসের পড়াশুনা করিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

ভবানীপুর কাঁসারি পাড়ায় বাবু অন্নদাপ্রসাদ আইচের বাসায় থাকিয়া হরিদাস বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। ১৮৮৫ খৃঃ এণ্ট্রান্স ও ১৮৮৭ খৃঃ এল-এ পাস করিল। ১৮৮৯ খৃঃ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। এমন সময়ে অন্নদাবাবু পেন্সন লইয়া ভবানীপুরের বাসা উঠাইয়া দিলেন; কাজেই হরিদাস লেখাপড়ায় আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার সমপাঠী বাবু বিরাজমোহন মজুমদার এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছেন। হরিদাস মাষ্টারি করিতে লাগিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাহার বিশেষ নিপুণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ভবানীপুর কলেজের প্রিন্সিপাল আষ্টন সাহেব (Rev. J. P. Ashton M. A) তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"BABU HARIDAS DAS read a part of Honours Mathematics B A. Course with me, especially the differential and integral Calculus. He has a gift for Mathematics. On one occasion when I was puzzling over a problem in Conic Sections, he showed me how to do it without any difficulty. He was employed for a time in teaching mathematics in the Entrance and 2nd Classes of the Bhabanipore Institution. I can recommend him in this line with pleasure." তাহার সম্বন্ধে খাগ্রা এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টার কালিবাবু লিখিয়াছেন,—

"I have great pleasure in testifying to BABU HARIDAS DAS's cleverness as a mathematician. During the last year of his stay with us, he had the mathematical tuition of the

First and Second Classes of our Entrance School here and gave evidence of considerable ability as a teacher of mathematics. From what I know of his mathematical knowledge, I can confidently say he can teach up to the F. A. in the subject.

১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মহামান্য ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুলস্ তাঁহাকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ভার্নাকিউলার উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার জ্যামিতি ও পরিমিতির অন্যতম পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করেন। তিনি একখানি অঙ্ক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা ছাপাইতে মনস্থ করিয়াছেন। ১৯০৩ খৃঃ তাঁহার প্রিয়তম পুত্র সুধীরকুমার দাসের অষ্টম বর্ষে মৃত্যু হয়। ইহাতে তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন।

নূতন কিণ্ডার গার্টেন নিয়ম অবলম্বন করিয়া "সচিত্র বর্ণপাঠ" ও "Junior Course" লিখিয়াছেন। তাঁহার কৃত একখানি "ধারাপাত"ও আছে। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত তিনি একখানি "নীতি পুস্তক" লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য Messrs. A. K. Roy & Co. ৫৭।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত কয়েকখানি উপন্যাস আছে, সেই সকল ছাপাইবার জন্য তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা আছে। প্রধান কয়েকখানার নাম "কামিনী," "কমলিনী," "গোরাচাঁদ," "কমলমণি ১ম ও ২য় ভাগ," "ভীম সর্দ্দার," "আলোচনা" পত্রিকায় ক্রমশঃ বাহির হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এখনও ছাপাইতে পারেন নাই ;—"ভূগোল, "New Geography," "শিক্ষকের প্রতি উপদেশ ১ম ও ২য় ভাগ," "ছবি ও গল্প" ইত্যাদি। কিন্তু তিনি দরিদ্র ও সঙ্গতিহীন, যদি মহামান্য ডিরেক্টর মহোদয় অন্ততঃ তাঁহার একখানি পুস্তকও অনুমোদন করেন, তবে অন্যান্য পুস্তকগুলি ছাপাইতে সমর্থ হন ও আরও পুস্তক লিখিতে সাহস করেন। তাঁহার কৃত "সচিত্র বর্ণপাঠ" ও "Junior Course" মহামান্য ডিরেক্টর মহোদয়ের সমীপে প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু এখন কোন ফলাফল বাহির হয় নাই। তাঁহার যথেষ্ট রচনাশক্তি আছে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন কৈ ?

তিনি একজন Diary writer। ১৯ বৎসর বয়স হইতে দৈনিক জীবনে কি কি ঘটনা হয়, তাহা তিনি প্রত্যহ লিখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেই সকল ডায়ারি এক একখানি ভাবপূর্ণ উপন্যাস।

তিনি একজন Stamp Collector। এইজন্য বিলাত ও আমেরিকা দেশের Stamp Collectorদিগের সহিত চিঠীর আদান প্রদান আছে।

ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকটী বিশেষ গুণ আছে। ১৯০২ খৃঃ বিলাত দেশ হইতে প্রথম ডিপ্লোমা পান "Member of the Society of Arts, London" ও ১৯০৩ খৃঃ বিলাতের লণ্ডন সহর হইতে দ্বিতীয় ডিপ্লোমা পান "Fellow of the Royal Meteorological Society" এবং তাঁহার বিলাতের বন্ধু HARDMAN সাহেব তাঁহাকে Royal Geographical Society's Fellow দলযুক্ত করেন, অর্থাৎ তাঁহার ৩য় ডিপ্লোমা F. R G S. (Fellow of the Royal Geographical Society)।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাঁহার সাহায্যকারী ও উৎসাহদাতার অভাবে তিনি নিজকৃত পুস্তকরাশি ছাপাইতে সমর্থ হইতে পারিতেছেন না।

১৯০৩ খৃঃ ২৯শে জুলাই, মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে মহামান্য প্রবল প্রতাপ ছোটলাট বাহাদুর বুডিলিন্ সাহেব মহোদয় এক দরবার করেন। সেই দরবারে লালগোলার রাও সাহেব যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং ডেপুটী কলেক্টর বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ একটী সোণার ঘড়ী ও চেন উপহারস্বরূপ পান। সেই দরবারে হরিদাস বাবু নিমন্ত্রিত হন। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল,—

The Commissioner of the Presidency Division is Commanded to invite BABU HARIDAS DAS to a durbar to be held at Berhampur, at 5 P M on Wednesday, the 29th of July 1903. for the investiture of Raja Jogendra Naraian Roy of LALGOLA with the title of Raja conferred upen him by His Excellency The Gov General of India, and for the presentation of a gold watch and chain to Babu Srish Ch Ghose, Deputy Collector.

স্থানীয় সহরের উন্নতিকল্পে তিনি যে বিশেষ মনোযোগী, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর তিনি একজন কমিসনার ও Charitable Dispensaryর সেক্রেটারী। তাঁহার ও প্রেসিডেণ্টের উৎসাহে আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তারবাবুর থাকিবার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ২০০০৲ টাকা তোলা হয়। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা। সম্পাদক।

ভদ্রতা।

সমাজ মনুষ্য লইয়াই গঠিত। সমাজ উন্নত করিতে হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন। দেশের উন্নতি ব্যক্তিগত উন্নতির সমষ্টি মাত্র। কোন একটি জাতিকে উন্নত করিতে হইলে তজ্জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির দোষোৎপাটন করিয়া গুণরোপণ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

সমাজ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। বিশ্বাস সত্যের উপর স্থাপিত। অতএব সত্যই সকলের মূল। সত্যই এই সমাজ-সৌধের ভিত্তি ভূমি। সত্যকথার উপর নির্ভর করিয়া সমাজস্থ লোকসমূহ একত্রে বাস করিতেছে, ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে। সমাজে থাকিতে হইলে দেশের মঙ্গলের জন্য, সমাজের শৃঙ্খলার জন্য, সাধারণের হিতের জন্য, সত্যকথার আবশ্যক। যদি সভ্যতার ও শিক্ষার অভিমান হৃদয়ে পোষণ করি, যদি ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছুক হই, তাহা হইলে ভদ্রসমাজের প্রথম নিয়ম সত্যবাদিতা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে। প্রত্যেক ভদ্রলোকই সত্য কথা বলিবার জন্য দায়ী। মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছিলেন, "যিনি সত্য কথা বলেন, তিনিই ভদ্রলোক।" আজ কাল এমন বিস্তর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা শতকরা ৯৯টী মিথ্যা কথা বলেন; মিথ্যা কথা বলিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না। এরূপ লোককে কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? যে ব্যক্তি সত্যবাদী, নিঃস্বার্থ পরোপকারী, যিনি পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারেন, যিনি স্বদেশ হিতব্রতে ব্রতী; ধর্ম্মশীল, অক্রোধী, তিনি যদি সাহিত্য-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়েন, নির্ধনী হয়েন, তথাপি তিনি ভদ্র। যিনি লক্ষপতি, তিনি যদি ঐ সকল সদ্‌গুণে ভূষিত না হন, দেশের হিতের জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য যদি তাঁহার প্রাণ না কাঁদে, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্বেও তাঁহাকে ভদ্র বলা যাইতে পারে না। বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, ডসনের জুতা পায় দিয়া, আতর গোলাপের শ্রাদ্ধ করিয়া, বাবু সাজিলেই ভদ্র হয় না। ভদ্রতার হৃদয় চাই। কোন রমণী কবি গাহিয়াছেন,—

আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে।
সকলের তরে প্রত্যেকে আমরা,
সকলে আমরা পরের তরে॥

পরের জন্য মহাত্মা দধীচি নিজের অস্থি দিয়াছিলেন। পরের প্রাণ রক্ষার্থে রাজ-ধাত্রী পান্না প্রাণসম পুত্রকে রাক্ষস বনবীরের হস্তে বলি দিয়াছিল। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

অতিথি-সেবা ভদ্রতার একটি প্রধান অঙ্গ। শাস্ত্রে কথিত আছে, অতিথি-দিগকে ভোজন করাইয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তদপেক্ষা উপাদেয় অন্ন আর নাই। শত্রু যদি গৃহে অতিথি হয়, তাহা হইলে তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। অনেকে এই নীতি পালন করিয়া লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এমন অনেক ধনী সন্তান আছেন, যাঁহার দ্বারে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক একমুষ্টি অন্নের জন্য চীৎকার করিতেছে, আর বাবু মনের সুখে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া শ্রান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন; হয় ত বাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত হইল, বাবু জলদগম্ভীরস্বরে দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, "হাঁকায় দেও"। এঁরাই আবার ভদ্র বলিয়া পরিচিত! কি বিস্ময়! কি পরিতাপ!

ভদ্র সমাজে সম্মানিত হইতে হইলে, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ক্রোধের সমান পাপ নাই। যিনি অক্রোধী, তিনিই সমাজে পূজ্য। ক্রোধ মানবের পরম শত্রু। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই। আমাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন, যাঁহারা কথায় কথায় চটিয়া উঠেন; ক্রোধটা স্ত্রীলোকের অশ্রুবিন্দুর ন্যায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় কথায় রাগ, আর সেই রাগের মুখে অশ্রাব্য গালিবর্ষণ। সারাজীবনে তাঁহারা বোধ হয় প্রফুল্লতা কাহাকে বলে, তা জানেন না। সর্ব্বদাই হাঁড়িমুখ, গম্ভীর মেজাজ, যেন মস্ত এক ফিলজফার। এরূপ লোক যে জগতে কখনও সুখী হইতে পারিবে, সে আশা অতি কম। জীবন কয়দিনের জন্য? এ কয়দিন যদি লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে না পারিলাম, তবে আর জীবনের সাফল্য কি? রায় দিনবন্ধু মিত্র বড় কৌতুক-প্রিয় লোক ছিলেন। যে মণ্ডলীতে তিনি বসিতেন, হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ি ছিঁড়িত। কেহ কখনও তাঁহাকে অপ্রসন্ন দেখে নাই। এরূপ মহাত্মা-দিগের চরিত্র অনুকরণীয়।

হায়! আজকাল গুণের আদর/কে করে? আজকাল কেবল টাকা। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাও, দেখিবে, কেবল টাকার আদর। কিন্তু এরূপ আদর কতদিন? এ সম্মান কতদিন থাকিবে? যতদিন তুমি, তারপর কালস্রোতে ভাসাইয়া সমস্ত বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিবে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শেষ হইবে। কিছুই থাকিবে না। এ নশ্বর জগতে আসিয়া যদি তুমি তোমার জীবন সৎকার্য্যে ব্যয় কর, তোমার কীর্ত্তি থাকিবে। কীর্ত্তি অবিনশ্বর। পান্নার নিঃস্বার্থপরতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, ওয়াসিংটনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বাড়িতেছে। কীর্ত্তি যেমন থাকে, অকীর্ত্তিও তেমনি থাকে। লক্ষ্মণ সেনের কাপুরুষতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার অকীর্ত্তি আছে। যতদিন জগৎ সংসার থাকিবে, ততদিন জগতের ইতিহাস কলঙ্কিত থাকিবে।

অনেকে বলেন, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুসভ্য হইতেছি। সভ্যতার মধ্যে ত দেখিতে পাই, আমরা দিন দিন বাবু সাজিতেছি। সাবান না হইলে আমাদের স্নান হয় না, এসেন্স না হইলে বাটীর বাহির হওয়া যায় না, বিলাতী জুতা না হইলে লোকসমাজে যাইতে লজ্জা করে, কেল্‌নার হোটেল না হইলে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার হয় না। এই কি ভদ্রতা! এই কি সভ্যতা! আমরা সাহেব সাজিতে শিখিয়াছি, সাহেবি মেজাজে চলিতে শিখিয়াছি, সাহেবি মেজাজে বলিতে শিখিয়াছি, বুঝি বা সাহেবি ভাবে স্বপ্নও দেখিয়া থাকি। কিন্তু সাহেবদের গুণ কয়টি গ্রহণ করিয়াছি? সভাসমিতিতে প্রায়ই দেখা যায়, যদি ৪টার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, ৪॥ টার পূর্ব্বে অতি অল্প লোককেই আসিতে দেখা যায়। সে দিন কোন সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে গিয়া দেখিলাম, সাহেব বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিতে যাইবেন, এমন সময়ে জনকয়েক লোক হলে প্রবেশ করিলেন। কি Punctual! অনেকে আবার এরূপ আছেন যে, বক্তৃতা সময়ে হল ছাড়িয়া মস্ মস্ শব্দে বিলাতী জুতার বাহার দিয়া উঠিয়া যান। ভদ্র সমাজে ইহা কম দুঃখের বিষয় নহে। এরূপে কেবল নিজের ভদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয় না, বক্তাকেও অপমান করা হয়। যদি তাঁহার বক্তৃতা ভাল না লাগে, নিঃশব্দে চলিয়া আসিলে বোধ হয় ততটা দোষের হয় না। এ বিষয়ে সাহেবেরা কেমন Punctual. ঠিক ঘড়ি ধরিয়া কাজ করাই তাহাদের অভ্যাস। কই, আমরা এটুকু শিখিতে চেষ্টা করিয়াছি কি?

আমাদের মধ্যে আর একটু দোষ ঢুকিয়াছে। আমরা দিন দিন পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিহীন হইতেছি। অনেকে ত ঈশ্বর আছেন, একথা বিশ্বাস করেন না। এমন অনেক যুবক দেখা যায় যে, তাঁহারা Ganot ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন। মহামতি বেকন লিখিয়াছেন, A little learning inclineth men to atheism, but a deeper knowledge brings him back to religion." যদি আমরা ঈশ্বরে প্রীতি না করি, নরকের ভীষণ রৌরবে ভয় না করি, তবে বোধ হয় আমাদের অসাধ্য পাপকার্য্য কিছুই থাকে না।

আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি। যে হিন্দুজাতির প্রভাবে হিমালয় হইতে সাগর পারস্থিত দ্বীপ দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত কম্পবান থাকিত, সেই হিন্দুজাতি কি এই হিন্দুজাতি? ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রতাপ, রাজসিংহ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এখন কোথায়? সেই পুণ্যাত্মাদিগের বংশ এখন আমাদের দ্বারা কলঙ্কিত হইতেছে। তাঁহাদের শোণিতকণা আমাদের ধমনী হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। মাতঃ ভারতভূমি! তোমার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। তোমার অশ্রুবর্ষণ আর ঘুচিবে না, তোমার দুর্দ্দিন চিরদিন থাকিবে! তুমি যদি স্বর্ণপ্রসূ না হইয়া আফ্রিকার মরুভূমি হইতে, তাহা হইলে আজ তোমার হতভাগ্য সন্তানগণ একমুষ্টি উদরান্নের জন্য লালায়িত হইত না।

কি বলিতে কি বলিতেছি, প্রাণ কাঁদে বলিয়াই হৃদয়ের উৎস আপনি উছলিয়া উঠে। ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি আলোচনা করিতে কত সুখ! কিন্তু কোন্‌কালে ঘৃত খাইয়াছি, এক্ষণে আঘ্রাণ করিলে কি হইবে? এখন কাজ চাই।

কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল বেশভূষায় ভদ্রতার পরিচয় হয় না। অনেক পুণ্যফলে মানব-জীবন লাভ করিয়াছি, এ দুর্লভ জীবন হেলায় নষ্ট করিও না। পরমপিতা পরমেশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া, কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হও। ভদ্র সমাজে পূজিত হইতে চেষ্টা কর। সময় যাইতেছে, কে জানে, কবে মায়াময় সংসার ছাড়িতে হইবে। উপসংহারে আবার বলি, সবই যাইবে, কিছুই থাকিবে না, থাকিবে কেবল কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি। তাই বলিতেছি, কীর্ত্তিধ্বজা রোপণ করিতে চেষ্টা কর। স্বদেশের হিতব্রতে ব্রতী হও, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তোমার নাম লেখা থাকিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কিছু কিছু নয়।

(১)

ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।
নিশার স্বপনসম সব মিছাময়।
অজ্ঞান মানব-মন, ভ্রান্ত তবু অনুখন,
মরীচিকা-মুগ্ধ-চিত, অবোধ মৃগের মত,
অনিত্যে নিত্যের দ্যুতি নিত্য নেহারয়।
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(২)

কিবা ধন, কিবা জন, আত্ম পরিবার,
জীবন, যৌবন, জায়া সুখের আগার,
কাদম্বিনী কোলে যথা, বিকাশিয়া বিদ্যুল্লতা,
ক্ষণমাত্রে হয় লয়, জেন যত অভ্যুদয়,
দেখিতে দেখিতে তথা হয়বে বিলয়!
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(৩)

যে ভারত ধনরত্নে জগতে ভূষিত,—
যে ভারত-কহিনূর ভবে অতুলিত,
যাহার অন্নের রাশি, জগতের ক্ষুধা নাশি,
রক্ষিত নিয়ত কত, কোটী কোটি বুভুক্ষিত,
এবে দেখ সে ভারত ভিখারীর প্রায়!
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(৪)

কোথা রাম গুণধাম অযোধ্যার পতি?
কোথায় রাঘব-অরি রাবণ দুর্ম্মতি,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, দাপে যা'র টলমল,
ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন, আর যত দেবগণ,
সেবিত কিঙ্কর সম সদা যা'র পায়?
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(৫)

কোথা পার্থ মহাবীর সে গাণ্ডীবধারী ?
কোথায় সে ভীমসেন কৌরব-সংহারী ?
কোথা কর্ণ, কোথা দ্রোণ, কোথা দুষ্ট দুর্য্যোধন,
তুচ্ছ বিষয় কারণে, কুরুক্ষেত্র মহারণে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী কৈল ক্ষয় ?
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(৬)

কোথা গেল আর্য্যবীর্য্য ক্ষত্রিয় বীরত্ব ?
কোথা গেল সুদুর্জ্জয় যবন-প্রভুত্ব ?
কোথা ভীম পৃথ্বীরাজ, বরেণ্য বীরেন্দ্র মাঝ,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসম, পরাক্রম অনুপম,
আকবর আরঙ্গেব এখন কোথায় ?
ভবের মাঝারে ভাই কিছু কিছু নয়।

(৭)

কোথা গেল বোনাপার্ট বীর হানিবল ?
কোথায় মামুদরাজ প্রতাপ প্রবল ?—
হিন্দু হৃদি বিদারিয়া, দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণিয়া,
অতুল ঐশ্বর্য্য হ'রে, গজনি রাজভাণ্ডারে,
সাজাইল, শেষে হ'ল কিবা ফলোদয় ?
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(৮)

তাই বলি ওহে ভাই! শুন সারোদ্ধার,
এ ভবে ঐশ্বর্য্য বীর্য্য সকলি অসার;
দিনেক দু'দিন তরে, অলীক দম্ভের ভরে,
কি লাগিয়া অকারণ, ব্যথা দিয়া অগণন,
কাঁদাও কাতর নরে নিষ্ঠুর নিদয় ?
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(৯)

হে গর্ব্বি! গরব ভরে হও হতজ্ঞান,
দুঃখীসনে সম্ভাষণে ভাব অপমান।—

ভেবেছ কি তব গর্ব্ব,   কভু না হইবে খর্ব্ব,
কালবশে একদিন,   যথা তুমি তথা দীন,
লভিতে হইবে উভে সমান আশ্রয়।
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(১০)

হে বিলাসি! এত খুসি কিসের কারণে?
সদা প্রমোদিত-চিত সুখের স্বপনে?
আতর চন্দন চুয়া,   কেন অঙ্গে বিলেপিয়া—
যে দেহের পরিণাম,   ভস্ম কিম্বা কীটাধান,
কেন তা'য এত সাজসজ্জা সমন্বয়?
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(১১)

হে যুবক! তোয় কিরে গরব সম্ভবে?
যৌবন-মাধুরী তোর কতক্ষণ রবে?
সুবিমল পূর্ণশশী,   উদে কিবে প্রতি নিশি,
হের ওই পলে পলে,   শশীর শরীর গলে,
অর্দ্ধবিম্ব অম্বুতলে কতক্ষণ রয়?
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

(১২)

অতএব ত্যজি ভাই! অসার বাসনা,
সানন্দে গাও রে সবে বিভুর মহিমা, —
সেই সত্য সনাতন,   ভব-দুঃখ-বিনাশন,
তাঁহার করুণাবলে,   অবহেলে করতলে,
লভিবে পরম ফল নাহিক সংশয়।
ভবের মাঝারে ভাই! কিছু কিছু নয়।

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

কামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ছিঃ মা, অমন কথা কি বলতে আছে, হিঁদুর মেয়ে, ঘর গেরস্থালি শিখ্‌তে হয়!"—একটী প্রৌঢ়া বলিল।

"তা বলে কি মা, আমি ঘরে ন্যাতা দিতে যাব! তা আমি পারবো না।" একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা উত্তর করিল।

"দেখ কামিনী! সোনা দাদার নাত্‌বৌ তোমার বয়সী, কিন্তু কাজকর্ম্ম ও ঘরকন্না কেমন বজায় রাখ্‌তে শিখেছে।"

"তা শিখ্‌বে না কেন, সে গরিবের মেয়ে; আমি যে ঘরের মেয়ে, আমার কি ওসব কত্তে আছে, মা!"

"সকল মেয়েকেই রান্নাঘর, বাহির বাটী, ভিতর বাটী, উঠান, এ সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়, তবে শাশুড়ী ননদেরা প্রশংসা করবে, তা না হলে, মা, গঞ্জনা খেতে খেতে প্রাণ যাবে।"

"ইঃ! তা আর নিন্দে করতে হয় না? আমি তেমনি মেয়ে আর কি, তাদের কথা শুনে আমি চুপ্ করে থাক্‌বো, আমিও তাদের দশ কথা শুনিয়ে দেব না?"

"আচ্ছা, মা, তুমি যা ভাল বুঝ তাই কর, কিন্তু শাশুড়ী ও ননদের সহিত ঝগড়া করো না, কেন না, তাতে আমাদের নিন্দে হবে, আমাদের মন্দ বল্‌বে।"

"তা মা, তুমি আমায় অন্য যে কাজ করতে বল, আমি সব পার্‌বো, কিন্তু ঘরে ন্যাতা দিতে পার্‌বো না।"

"তবে কামিনী, তুমি পুকুর থেকে এক ঘড়া জল এনে দাও, আমি ঘরে ন্যাতা দিচ্ছি।"

"ও মা! পুকুর যে হড়্‌কা, যদি পা পিছ্‌লে পড়ে যাই! তা মা, তুমিই কেন এক ঘড়া জল নিয়ে এস না? আমি ছোট মেয়ে, জলের ঘড়া তুল্‌তে পার্‌বো কেন? তুমি আমাকে অন্য যে কাজ কর্ত্তে বলবে, আমি নিশ্চয় কর্‌বো।"

"আচ্ছা মা, তোমার কথাই থাক্‌, আমিই জল আন্‌চি, তুমি এক কাজ কর, প্যাট্‌রার ভিতরে ছেঁড়া কাপড় আছে, তাই একটু বের কর, সেই কাপড়ে ন্যাতা হবে।"

"প্যাট্‌রায় যে চাবি দেওয়া আছে, আমি প্যাট্‌রা খুলবো কেমন করে?"

"আমার কাছে চাবি আছে, আমি তোমায় দিচ্চি।"

"মা, প্যাট্‌রার কোন্‌খানে ছেঁড়া কাপড় আছে, তাতো আমি জানি না।"

"তোমার পুতুলের যে সব পোষাক আছে, সেই পোষাকের নীচে।"

"ও মা, পুতুলের কাপড় চোপড় ওলট-পালট হবে, এখন থাক্‌, আমি অন্য সময়ে তোমায় ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করে দিব।"

অগত্যা কামিনীর জননী আর কোন কথা না বলিয়া জলের কলসী কাঁকে করিয়া জল আনিতে গেল।

হে পাঠিকে! কামিনী ও কামিনীর মাতার সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

কামিনীর মাতা পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক—সাদাসিধা, গোলমালের দিকে নাই, স্বামীসেবাই জীবনের ব্রত। তাহাই ধ্যান ও তাহাই চিন্তা। গ্রামের বাহিরে কয়েক বিঘা জমি আছে, তাহা হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাতেই কোন প্রকারে জীবন যাপন হয়। অলঙ্কার স্ত্রীলোকদের শোভা। কিন্তু সেদিকে কামিনীর মায়ের তত লালসা ছিল না। কখন স্বামীর নিকটে উচ্চ করিয়া কথা বলিতে জানে না। পাছে স্বামী ক্রোধপরবশ হন, এমন কথা বলিতে বা তদ্রূপ কাজ তাহাকে করিতে দেখা যায় না। আজকাল "গহনা গহনা" করিয়া স্ত্রীলোকেরা একেবারে ঘর তোল্‌পাড় করে। স্বামীর অবস্থা যেমন হ'ক না কেন, "গহনা দাও", "গহনা দাও" বলিয়া গৃহিণী গৃহে টেঁকিতে দেয় না। পাড়ার কাহারও নূতন গহনা দেখিলে সেই গহনা না গড়াইয়া দিলে আর রক্ষা নাই। "কেদারের বোয়ের চন্দ্রহার—কেমন দেখিতে, হায়! আমার পোড়া অদৃষ্ট—আমার ভাগ্যে কি এমন হবে, এমন করে দাসীগিরি কর্‌ছি, ঘর ঘরকন্না পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখ্‌ছি,—যেখানে যা রাখ্‌বার—সেখানে তাই রেখেছি, কত যত্ন করছি, কত কথা সইচি, তবুও কি আমার দিকে সুনজর আছে,—সেই যেমন দাসীবাঁদী তেমনই আছি। কোথায় দুখানা

অলঙ্কার হবে, পাঁচজনে ভাল বল্‌বে, পাড়ার বৌ-ঝিয়েদের মাঝখানে দাঁড়াতে পার্‌বো। তা কি আর আমার হবে, আমি যেমন ঘরে পড়েছি, তেমনই কষ্টে থাকি। কে আমায় দেখ্‌বে, কার কাছেই বা আমি কাঁদ্‌বো।" এই প্রকার নানা ছাঁদে, নানা ভাবে আধুনিক মহিলাকুল মান করিতে আরম্ভ করে। স্বামীর অবস্থা ভাল নয় যে, গৃহিণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু তা বলিলে কি হয়। স্বামী যেখানে পায়, সেইখান থেকে আনিয়া দিক, নতুবা গৃহিণীর নিকটে নিস্তার নাই। ত্রাহি! ত্রাহি!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কামিনীর মা তাদৃশী গৃহিণী ছিলেন না। একবার তাঁহার স্বামী কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে এই প্রকার শিক্ষা দেন,—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিশুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

অর্থাৎ স্ত্রীদিগের পৃথক্ পূজা, ব্রত এবং উপবাস নাই ; পতির সেবা করিলেই স্ত্রীলোকেরা স্বর্গে পূজিতা হয়েন। স্ত্রীগণ স্বামী সমভিব্যাহারেই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন। তাঁহার সহিত পারিবারিক উপাসনায় ও সামাজিক উপাসনায় যোগ দিবেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া একাকিনী তিনি সামাজিক পূজা কিম্বা ব্রত উপাসনাদি করিবেন না। যেহেতু তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণী। একাকী ধর্ম্ম-সাধন স্বার্থপরতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সতী স্ত্রী যেমন আপনার আত্মার কল্যাণ প্রর্থনা করেন, তেমনই স্বামীর আত্মারও কল্যাণ প্রার্থনা করেন। একাকিনী তিনি কি প্রকারে ধর্ম্মসাধন করিতে পারেন? কিন্তু তাঁহার স্বামী যদি তাঁহার সহিত ধর্ম্মসাধনে যোগ না দেন, তবে তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মে অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ঈশ্বরের প্রাত্যহিক উপাসনা এবং নির্জ্জন প্রার্থনা স্ত্রী স্বতন্ত্ররূপে অবশ্য করিতে পারেন এবং ইহা তাঁহার মুখ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বর উপাসনার পরেই পতিসেবা স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। এই দুই কাজ যে স্ত্রী করেন, আর কিছু করুন আর না করুন, তিনি স্বর্গলাভ করিবেন।

পতিসেবা তিন প্রকার ;—মানসিক, বাচনিক ও কায়িক। দৃঢ় প্রেম মানসিক পতিসেবা। অন্য পুরুষের চিন্তা কিম্বা ইচ্ছা কেবল মনেতে করিলেও পতির প্রতি দৃঢ় প্রেম থাকে না ; অতএব পতিব্রতা স্ত্রী সতর্ক থাকিবেন, যেন অন্য পুরুষের চিন্তা তাঁহার মনে উদিত না হয়। তিনি সর্ব্বদা পতির হিত চিন্তা করিবেন। সত্য কথা, নম্র কথা, প্রিয় কথা বলা ও সময়ে সময়ে স্বামীর প্রিয় পুস্তকাদি পাঠ ও সঙ্গীতাদি দ্বারা তাঁহার চিত্তরঞ্জন বাচনিক পতিসেবা। পতিকে শারীরিক সুখ দেওয়া, তাঁহার যে কাজের আবশ্যকতা হয়, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে কাজ স্বয়ং করা, পতি যে পর্য্যন্ত ঘরে কিম্বা সঙ্গে থাকেন, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্যে না যাওয়া, পতি বিনা অন্যের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ না করা, সর্ব্বদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকা, প্রাণান্তেও ব্যভিচার না করা, এ সকল কাজ শারীরিক পতি-সেবা।

এরূপ পতি-সেবাতে প্রথম প্রথম কিছু ক্লেশ বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকে পরম ধর্ম্ম জানিয়া ইহার সাধন করিলে কিছুদিনেই এ সব কাজ সহজ হইয়া আইসে এবং তাহাতে ক্লেশ হওয়া দূরে থাকুক বরং আনন্দলাভ হয় ; যে হেতু তাহাতে পতির ভালবাসা ও প্রেম বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীর পক্ষে সতী ও পতিব্রতা হওয়ায় বিশেষ উপকারিতা আছে। ইহাতে ঈশ্বর তাঁহার উপরে প্রসন্ন হয়েন। ঈশ্বর যাহার উপরে প্রসন্ন, তাহার কি আর কিছুর অভাব থাকে ? সতীর সৎপ্রার্থনা ঈশ্বর সর্ব্বদা পূর্ণ করেন ; পাপ তাপ মহাবিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। সতী ও পতিব্রতা স্ত্রী পরলোকে যে আনন্দ, যে সম্মান পান, তাহা এখানে বর্ণনা হইতে পারে না। এই প্রকার উপদেশে কামিনীর মায়ের মন সদাই পতিসেবার দিকে কৃষ্ণমোহন আকৃষ্ট করিতেন এবং গৃহের সুখও বর্দ্ধিষ্ণু হইত। পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা কামিনীর মায়ের পতিভক্তি দেখিয়া কেবল প্রশংসা করিত তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে পতিকে ভক্তি করিতে শিক্ষা পাইত।

যে গৃহস্থ-জীবনের কথা এখানে বর্ণিত হইতেছে, তাহা পল্লীগ্রামের। তথায় পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে নাই। প্রাচীনকালের সাদাসিধে মেয়েমানুষ যেমন হয়, কামিনীর মা তদ্রূপ ছিল। কেহ কেহ সহরের পাঠিকা হয় ত বিরক্ত হইবেন—নবেল লিখিতে কোথা থেকে একটা পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার ন্যায় বিলাসিনী, সুসভ্যা,

সভ্যাভব্যা হরিণনয়না, মনোমোহিনী কি নজরে পড়ে নাই যে, এমন অসভ্যা, পল্লীগ্রামবাসিনীর চরিত্র বর্ণনায় এত ব্যস্ত? বাস্তবিক কথা—আজকালকার সভ্যজগতে তাই আবশ্যক, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক কি সভ্যা হইতে পারে না? হে আধুনিক সভ্যজগতের নারীবৃন্দ! আপনারা তাহাদিগকে সভ্যা করিয়া লউন। তাহাদের অসভ্যতারূপ শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া সভ্যতাচক্রে সঞ্জীভূতা করুন। সে ত আপনাদেরই হাত—বেশী বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর,—জগতে আপনাদেরই জয়কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।

তবে একটা কথা আছে। আপনারা তাহাদিগকে সভ্যা ও স্বাধীনা করিবার চেষ্টা করিবেন সত্য, কিন্তু তাহারা যদি অগ্রসর হইতে না চান—তবে? তাহাদের মোটা বুদ্ধি ছাড়িয়া আপনাদের সরু বুদ্ধি ধরিতে না চান, তবে?—তাহারা স্বামী ধ্যানং, স্বামীজ্ঞানং—তখন তাহারা বুঝবে কি? বলি—তাহারও ত বলিতে পারে, তোমরা এগিয়ে এস, আমরা এগুচ্চি না? হায় হায়! তবে কি হবে?

আমাদের কামিনীর মার তদ্রূপ। পাড়ায় গোপালের একমাত্র ভগ্নী সরোজিনীর কলিকাতা সহরে বিবাহ হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসরের সময়ে কলিকাতায় বিবাহ হয়। কলিকাতায় থাকিয়া থাকিয়া কত প্রকারে সভ্যা হইয়াছেন। গায়ে বডি, সেমিজ, হাতে রুমাল, পায়ে জুতা—সর্ব্বক্ষণ ভূষিতা। রং-বেরংয়ের কাপড়—জড়ির পাড় বসান--সহর গুলজার—সুধাসিন্ধু—বিদ্যাবতী পাড়ের কাপড়, এদিকে কত কি এসেন্স—ওদিকে নাটক নবেলের ছড়াছড়ি, কত হুড়াহুড়ি—সবই বাড়াবাড়ি—মেয়ে থাকে বাপের বাড়ী—কাজেই কেহ তাড়াতাড়ি করিতে পারে না। তবে পাড়ার গিন্নীবান্নীরা দু-চার কথা না বলে থাক্‌তে পারে না।—"ছি! গেরস্তর ঘরের মেয়েকে রঙ্গিনী করিবার দরকার কি? কেন? রান্নাবান্না মেয়েছেলের কাজ, তা সেদিকে যাবে না; কেবল বই—বই—বই! ওমা, এ কেমন মেয়ে! স্বামীও তো তেমনই, তিনি এ সব জুগিয়ে দেন—ও মেয়ে বড় হলে কি হবে তা বেশ জান্‌তে পারা যাচ্চে? বাপ্‌রে! মেয়েকে কেউ কিছু বলবার যো নাই। এখন থেকে সু-বোধ না শেখালে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবে?"

কামিনীর যে মুখরতা প্রকাশ পেয়েছিল—তা সরোজিনী সঙ্গিনী হওয়াতে। সরোজিনীর কাছে বেশী আনাগোনা—রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া কামিনীর মন ভাঙ্‌তে আরম্ভ করেছে। কেবল কামিনী কেন—পাড়ার আর আর কত মেয়ে সরো-

পতিসেবা তিন প্রকার ;—মানসিক, বাচনিক ও কায়িক। দৃঢ় প্রেম মানসিক পতিসেবা। অন্য পুরুষের চিন্তা কিম্বা ইচ্ছা কেবল মনেতে করিলেও পতির প্রতি দৃঢ় প্রেম থাকে না ; অতএব পতিব্রতা স্ত্রী সতর্ক থাকিবেন, যেন অন্য পুরুষের চিন্তা তাঁহার মনে উদিত না হয়। তিনি সর্ব্বদা পতির হিত চিন্তা করিবেন। সত্য কথা, নম্র কথা, প্রিয় কথা বলা ও সময়ে সময়ে স্বামীর প্রিয় পুস্তকাদি পাঠ ও সঙ্গীতাদি দ্বারা তাঁহার চিত্তরঞ্জন বাচনিক পতিসেবা। পতিকে শারীরিক সুখ দেওয়া, তাঁহার যে কাজের আবশ্যকতা হয়, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে কাজ স্বয়ং করা, পতি যে পর্য্যন্ত ঘরে কিম্বা সঙ্গে থাকেন, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্যে না যাওয়া, পতি বিনা অন্যের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ না করা, সর্ব্বদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকা, প্রাণান্তেও ব্যভিচার না করা, এ সকল কাজ শারীরিক পতি-সেবা।

এরূপ পতি-সেবাতে প্রথম প্রথম কিছু ক্লেশ বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকে পরম ধর্ম্ম জানিয়া ইহার সাধন করিলে কিছুদিনেই এ সব কাজ সহজ হইয়া আইসে এবং তাহাতে ক্লেশ হওয়া দূরে থাকুক বরং আনন্দলাভ হয় ; যে হেতু তাহাতে পতির ভালবাসা ও প্রেম বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীর পক্ষে সতী ও পতিব্রতা হওয়ায় বিশেষ উপকারিতা আছে। ইহাতে ঈশ্বর তাঁহার উপরে প্রসন্ন হয়েন। ঈশ্বর যাহার উপরে প্রসন্ন, তাহার কি আর কিছুর অভাব থাকে ? সতীর সৎপ্রার্থনা ঈশ্বর সর্ব্বদা পূর্ণ করেন ; পাপ তাপ মহাবিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। সতী ও পতিব্রতা স্ত্রী পরলোকে যে আনন্দ, যে সম্মান পান, তাহা এখানে বর্ণনা হইতে পারে না। এই প্রকার উপদেশে কামিনীর মায়ের মন সদাই পতিসেবার দিকে কৃষ্ণমোহন আকৃষ্ট করিতেন এবং গৃহের সুখও বর্দ্ধিষ্ণু হইত। পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা কামিনীর মায়ের পতিভক্তি দেখিয়া কেবল প্রশংসা করিত তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে পতিকে ভক্তি করিতে শিক্ষা পাইত।

যে গৃহস্থ-জীবনের কথা এখানে বর্ণিত হইতেছে, তাহা পল্লীগ্রামের। তথায় পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে নাই। প্রাচীনকালের সাদাসিধে মেয়ে-মানুষ যেমন হয়, কামিনীর মা তদ্রূপ ছিল। কেহ কেহ সহরের পাঠিকা হয় ত বিরক্ত হইবেন—নবেল লিখিতে কোথা থেকে একটা পাড়াগেঁয়ে স্ত্রী-চরিত্র বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার ন্যায় বিলাসিনী, সুসভ্যা,

সভ্যাভব্যা হরিণনয়না, মনোমোহিনী কি নজরে পড়ে নাই যে, এমন অসভ্যা, পল্লীগ্রামবাসিনীর চরিত্র বর্ণনায় এত ব্যস্ত? বাস্তবিক কথা—আজকালকার সভ্যজগতে তাই আবশ্যক, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক কি সভ্যা হইতে পারে না? হে আধুনিক সভ্যজগতের নারীবৃন্দ! আপনারা তাহাদিগকে সভ্যা করিয়া লউন। তাহাদের অসভ্যতারূপ শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া সভ্যতাচক্রে সঞ্জীভূতা করুন। সে ত আপনাদেরই হাত—বেশী বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর,—জগতে আপনাদেরই জয়কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।

তবে একটা কথা আছে। আপনারা তাহাদিগকে সভ্যা ও স্বাধীনা করিবার চেষ্টা করিবেন সত্য, কিন্তু তাহারা যদি অগ্রসর হইতে না চান—তবে? তাহাদের মোটা বুদ্ধি ছাড়িয়া আপনাদের সরু বুদ্ধি ধরিতে না চান, তবে?—তাহারা স্বামী ধ্যানং, স্বামীজ্ঞানং—তখন তাহারা বুঝ্‌বে কি? বলি—তাহারাও ত বলিতে পারে, তোমরা এগিয়ে এস, আমরা এগুচ্চি না? হায় হায়! তবে কি হবে?

আমাদের কামিনীর মার তদ্রূপ। পাড়ায় গোপালের একমাত্র ভগ্নী সরোজিনীর কলিকাতা সহরে বিবাহ হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসরের সময়ে কলিকাতায় বিবাহ হয়। কলিকাতায় থাকিয়া থাকিয়া কত প্রকারে সভ্যা হইয়াছেন। গায়ে বডি, সেমিজ, হাতে রুমাল, পায়ে জুতা—সর্ব্বক্ষণ ভূষিতা। রং-বেরংয়ের কাপড়—জড়ির পাড় বসান—সহর গুলজার—সুধাসিন্ধু—বিদ্যাবতী পাড়ের কাপড়, এদিকে কত কি এসেন্স—ওদিকে নাটক নবেলের ছড়াছড়ি, কত হুড়াহুড়ি—সবই বাড়াবাড়ি—মেয়ে থাকে বাপের বাড়ী—কাজেই কেহ তাড়াতাড়ি করিতে পারে না। তবে পাড়ার গিন্নীবান্নীরা দু-চার কথা না বল্লে থাক্‌তে পারে না।—"ছি! গেরস্তর ঘরের মেয়েকে রঙ্গিনী করিবার দরকার কি? কেন? রান্নাবান্না মেয়েছেলের কাজ, তা সেদিকে যাবে না; কেবল বই—বই—বই! ওমা, এ কেমন মেয়ে! স্বামীও তো তেমনই, তিনি এ সব জুগিয়ে দেন—ও মেয়ে বড় হলে কি হবে তা বেশ জান্‌তে পারা যাচ্চে? বাপ্‌রে! মেয়েকে কেউ কিছু বলবার যো নাই। এখন থেকে সু-বোধ না শেখালে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবে?"

কামিনীর যে মুখরতা প্রকাশ পেয়েছিল—তা সরোজিনী সঙ্গিনী হওয়াতে। সরোজিনীর কাছে বেশী আনাগোনা—রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া কামিনীর মন ভাঙ্গ্‌তে আরম্ভ করেছে। কেবল কামিনী কেন—পাড়ার আর আর কত মেয়ে সরো-

জিনীর কাছে থেকে থেকে নানা ছন্দবন্দ শিখ্‌তে আরম্ভ করেছে। তবে পাড়ার গিন্নীরা শাসন করে বলে সরোজিনীর সঙ্গে বেশী মেশামেশি করতে পায় না। কিন্তু কামিনী কেবল কামিনীর মার এক মেয়ে মাত্র, আবার সরোজিনীর বাড়ীর কাছে বাড়ী; কাজেই তার সরোজিনীর বাড়ী ঘন ঘন যাওয়া আসা হইবার কথা। মাও বেশী কিছু বলে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে পুকুর হইতে জল আনিয়া কামিনীর মা রান্নাঘরে ন্যাতা দিয়া কাজ সমাপ্ত করিয়া বাহিরে আসিবে, এমন সময়ে গোয়ালিনী দুধের কেঁড়ে লইয়া উপস্থিত হইল। কামিনীর মা বলিল, "বলি, হাঁগো ভালমানুষের মেয়ে, এমন জলদুধ কি দিতে হয়? তায় আবার দুধে ধোঁয়া গন্ধ। কর্ত্তা ত দুধ একেবারে ছুঁলেন না। কামিনীও খেয়ে বমি করে ফেল্লে। আহা, মায়ের কাল রাত্রি উপোষ গ্যাছে বল্‌লেই হয়। সেইজন্য সকাল সকাল রান্না চাপা'বার জন্য রান্নাঘরে ন্যাতা দিচ্চি।"

গোয়ালিনী। কেন, গোবরার মা এখন আসেনি?

কামিনীর মা। হাঁ, সে এখনই আস্‌বে! তার আস্‌তে এখন অনেক দেরি। অমন করে খারাপ দুধ দিলে আর তোমার নিকটে দুধ নেবনা? কর্ত্তা ভারী রাগ করেছেন।

গোয়া। সে কি মা! আমি এত লোকের বাড়ী দুধ দিই, কই, তারা ত কিছুই বলেনি। দুধ খারাপ দিব কেন? তাকি ভদ্দর লোকদের দিতে পারি? আমার দুধ যে খেয়েছে, সে কি ভুল্‌তে পারে? আমার দুধে কেমন সর পড়ে। জ্বাল দিলে হলুদে রং হয়। কেমন মিষ্টি!

মা। না, কাল্‌কের দুধ ভাল ছিল না।

এমন সময়ে ঘোষেদের নতুন ঝি কিছু আলু নেবার জন্যে কামিনীর মায়ের কাছে এল ও গোয়ালিনীকে দেখিয়া বলিল, "বলি, হ্যাঁলা গয়লা-বৌ, এমন দুধ কি দিতে হয়? ধুঁয়া গন্ধ, ন-কর্ত্তা খেতে পাল্লে না, সেজো মা কত দুঃখ করলে।"

মা। আমিও ত তাই বল্‌চি, আমাদের কর্ত্তা কাল একেবারে দুধ মুখে কর্ত্তে পারেনি। কামিনী দুধ না হলে ভাত খায় না, যেমন দুধ মুখে করবে, অমনি থুথু কার করে ফেল্লে। এত ধুঁয়াগন্ধ, এমন দুধ কি দেয় গা?

গোয়া। তবে কেমন করে হয়ে গ্যাছে। বরাবর তো ন-কর্ত্তাকে দুধ দিচ্চি, তা কখন তো এমন ধারা হয়নি। কাল আমাদের বৌমা তবে কেঁড়েটা ভাল করে ধোয়নি। আমি আজ তাকে ভাল করে বল্‌ব এখন, তা মা, যা হয়েছে, তা হয়েছে, আর অমন হবে না।

যদি সহরের গয়লানী হতো, তবে এইখানে কুরুক্ষেত্র দাঁড়াইয়া যাইত। সহরে গয়লাদের দোষ ধর্‌বার যো নাই। তাহারা দুধ বলে যা দেবে, তাই খেতে হবে। কলিকাতায় যখন ছিলাম, তখন পতিত ঘোষ আমাদের দুধ যোগাইত। তাহার নবান্ চাকর কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ লইয়া বাবুদের বাড়ী বাড়ী দুধ যোগাইত। আর মাস কাবার হইলে পতিত ঘোষ হিসাবের খাতাখানি লইয়া টাকা সাধিয়া বেড়াইত। তখন দুধ পরীক্ষা কর্‌বার কল উঠিয়াছে! একদিন আমি নবানের সুমুখে কতকটা দুধ লইয়া পরীক্ষা করিলাম—দেখি, তাহাতে একেবারেই দুধ নাই—দুধের গন্ধও নাই। একি ব্যাপার!

পরীক্ষিত দুধ নবান্‌কে দেখাইলাম ও বলিলাম, "নবান্, একি?" অথচ দুধ দেখ্‌তে যেন বটের আটা! এত ঘন। কিন্তু দুধে দুধ নাই। কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমি যে মেসে থাকিতাম, তথাকার আরও দুই তিন জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইলেন ও এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্! নবান্‌কে বলিলাম, "ব্যাপার কি? সব ভাঙ্গিয়া বল। নতুবা আজ তোর রক্ষা নাই। দুধের টাকা মাসে মাসে দিয়া মরছি, অথচ দুধ খাইতে পাই না। ইহার কারণ কি?" তায় আবার কল্‌কেতার দুধ—টাকায় সাড়ে পাঁচ সের।

আমরা তিন জনে নবান্‌কে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে ও পুলিসে দেবার ভয় দেখাইতে বল্লে, "আজ জলের ভাগ বেশী কেমন করে হয়ে গ্যাছে। তা কাল থেকে আর হবে না।" যাক, কতকটা রক্ষে—জলের ভাগ বেশী বল্লে। কিন্তু মাস কাবারের সময়ে পতিত ঘোষ দুধের দাম নিতে আসিলে তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম, তাহাতে আমিই তার কাছে একেবারে বোকা হয়ে গেলাম।

পতিত বলিল, "মশাই, আমি এত লোকের বাড়ী দুধ যোগাই, কখন ত কেউ একটী কথা বলে না। আর আপনি তিন বৎসর আমার দুধ খাইতে

না খাইতে আমার দুধের নিন্দা করেন। এ কেমন মশাই? অনেক ভদ্র-লোকেই তো আমার দুধ খাচ্চে, কই, কারও মুখেতো এমন কথা শুনিনি। কাঁসারিপাড়ায় উমেশ কর্ম্মকার জাতে ছোট বটে, কিন্তু আমার দুগ্ধ খেয়ে কত প্রশংসা করে। আর আপনি মশাই, আমার দুধের নিন্দা করচেন?”

পতিত ঘোষের বক্তৃতা শুনে আমি কি বলিব তার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, “সব্ সে চুপ্ ভাল।” বাক্স হইতে মাসের দুধের দাম দিয়া বলিলাম, “বাপু! আজ হইতে আর দুধ লইব না। অন্য বাবুদের দুধ যেমন দিচ্চ তেমনি দিও।” পতিত ঘোষ আমার কথায় কর্ণপাত করিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। কেন না, তার দুধের কাট্‌তি খুব। দিন তিন মন দুধ বিক্রী হয়। তা ছাড়া নগদ বিক্রী আছে। আমি মনে মনে ভাব্‌লাম, “মোটা গয়লার দুধ খাওয়া অপেক্ষা পাতলা গয়লার দুধ খাওয়া ভাল।” কিছুদিন দুধ খাওয়া বন্ধ রাখলাম। ইতিমধ্যে নবান্‌কে আর দেখ্‌তে পাই না। মেসের অন্যান্য বাবুরা পতিত ঘোষের দুধ খায়—কেবল আমিই বাদ; তবে একটা নূতন চাকর দেখিতে পাই—নবান্ চাকর কোথায় গেল? এই নূতন চাকরের নাম গোদা। তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “বলি, হাঁরে, নবান্‌কে যে আর দেখ্‌তে পাই না। সে গেল কোথা?”

গোদা। মশাই, সে অনেক কথা।

আমি। তবুও কি বল্ না?

গোদা। মশাই, সে এখন শ্বশুরবাড়ী। ছমাস ফাটক—

আমি। অ্যা, বলিস্ কিরে?

গোদা। আর মশাই, বলিস্ কিরে! একদিন ময়দাওয়ালির দোকানে দুধের ভার নামিয়ে দুধের কেঁড়েতে ময়দা গুল্‌ছিল, এমন সময়ে পুলিস এসে ধরলে।

আমি। কেন, ময়দা গুল্‌ছিল কেন?

গোদা। নব্‌নে ব্যাটা, পাকা চোর, মশাই, এ খপর তো কেউ জান্‌তো না। ব্যাটাকে একটা কথা বল্লে, গর্জাতে থাক্‌তো। কিন্তু শেষকালে সব বেড়িয়ে পড়লো। ব্যাটা করেছিল কি জানেন—একজনকে পনের সের দুধ চুরি করে বিক্রী করে। নগদ্ পয়সা গাপ্ করে। শেষে দুধ তো যোগান চাই! বাবুদের বাড়ী দুধ দিতেই হবে, তা না হলে ধরা পড়বে। তা কি করে, ব্যাটা সেই পয়সায় কিছু ময়দা কিনে তাড়াতাড়ি—তায় আবার সন্দর

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।—আমাদের উপহার প্রস্তুত। এরূপ মজবুত ও বহুদিনস্থায়ী ঘড়ি সত্বর গ্রহণ না করিলে গ্রাহকগণকে আর দিতে পারিব না; অতএব গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ২৸৶০ আনা দিয়া এরূপ একটী ঘড়ি ও একবৎসর পত্রিকা লইলে কাহাকেও ঠকিতে হইবে না, সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। গ্রাহকগণ দিন থাকিতে অর্ডার দিন, নতুবা আমরা এই সংখ্যা পাঠাইয়া সকলের নামে ভিঃ পিতে ঘড়ি পাঠাইতে বাধ্য হইব। যাঁহাদের আপত্তি থাকে, পত্রিকা পাইবামাত্র জানাইবেন, অথবা আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না, ইহাই অনুরোধ। যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য এখনও দেন নাই, তাঁহারা সত্বর পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহ দান করুন। গ্রাহকগণই পত্রিকার জীবন। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্র সকলের প্রতি এরূপ হতাদরই জাতীয়তা সংরক্ষণের একান্ত অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মেজর কোম্পানী।—আজকাল পেটেণ্ট ঔষধের অভাব নাই, কত লোক পেটেণ্ট ঔষধের কারবার করিয়া লাভবান হইতেছেন, কেহ বা কিছুদিন লোকসান দিয়া অদৃশ্য হইতেছেন। সততাই ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার মূল্য কারণ। যিনি সততাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, "Honesty is the best policy" যে ব্যবসায়ীর একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহার উন্নতি সুনিশ্চয়। আমরা আজ যে কোম্পানীর কথা লিখিতেছি, ইহারা আজ কয়েক বৎসর হইল ১২ নম্বর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে, ডবলিউ মেজর এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া ঔষধের কারবার চালাইতেছেন; ইহাদের প্রচারিত "হলেক্ট্রো সালসা" ও "ভাইটালীন" অতি উপাদেয় ঔষধ হইয়াছে। আমরা এই ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ডবলিউ মেজর কোম্পানীর কারবার অনেকটা সততার উপর সংস্থাপিত। ইহার ম্যানেজার পি, এল, মাইতি ও সহকারী ম্যানেজার বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় অতিশয় অমায়িক প্রকৃতি সম্পন্ন, আমরা অনেক সময় ইহাঁদের সহিত ব্যবহার করিয়া ইহাঁদের সদালাপে প্রীত হইয়াছি। ভগবান ইঁহাদের কারবারের উন্নতি বিধান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

স্কুলের নূতন পুস্তক।—আমরা "সচিত্র বর্ণপাঠ ও জুনিয়ার কোর্স" নামক দুইখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক সমালোচনার্থ পাইয়াছি। স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস এফ, আর, জি, এস প্রণীত কিণ্ডা'র গার্টেনের নিয়মানুসারে লিখিত, পুস্তক দুইখানি তরলমতি বালকগণের শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, নিম্নশ্রেণীর বালকগণ ইহা পাঠে বিশেষ উপকার পাইবে। এক্ষণে ডিরেক্টর মহোদয় স্কুল সমূহে ইহার প্রচলন বিষয়ে অনুমোদন করেন, ইহাই আমাদের আন্তরিক নিবেদন।

অভাব অভিযোগ।—আজ কয়েক বৎসর হইল, হাওড়া অঞ্চলে মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক কলের জল সরবরাহ করা হইতেছে, ইহাতে জেলাবাসীর বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কলের জল পানে সকলেই দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়, "কলের জল বন্ধ থাকিবে।" এরূপ কেন হয়, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে আমরা সুখী হইব। আর একটী কথা এই, বর্ষাকালে গ্রামের অনেকানেক রাস্তার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া থাকে, যাতায়াতের কত অসুবিধা ও কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। নিয়মিত ট্যাক্স দেওয়া হইয়া থাকে, তথাপি রাস্তা সকলের এরূপ দুরাবস্থা কেন? মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ কি এ বিষয়ে দৃষ্টিহীন? আমরা গলির রাস্তা সকলের অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ইহার আশু প্রতিকার করিতে অনুরোধ করি।

পীযূষবল্লী কষায়।—ইহা কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন এল, এম, এস, মহাশয় আবিষ্কৃত রক্তদুষ্টির মহৌষধ। ইনি আজ কয়েক বৎসর ১০ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। রাখালবাবু ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অধুনা কবিরাজী চিকিৎসায়ও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধাবলীই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা তাঁহাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখিলে সুখী হইব।

নূতন ক্যাটালগ।—আমরা ফৌজদারী বালাখানার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের ক্যাটালগ উপহার পাইয়াছি। অধুনা প্রবীণ কবিরাজগণের মধ্যেই বিনোদবাবুই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তদীয় কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন কবিরাজ মহাশয় সর্ব্বদা ঔষধালয়ে উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আশুবাবু সর্ব্বতোভাবে পিতৃপথানুবর্ত্তী, তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে এই ঔষধালয়ের কার্য্যভার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত হইয়া বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে যে কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

যুদ্ধের কথা।—দেখিতে দেখিতে রুষ জাপান যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িল, শীঘ্র যে এ যুদ্ধের অবসান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। নিত্যই নূতন সংবাদে পাঠকের উৎকণ্ঠা আরও বৰ্দ্ধিত হইতেছে। হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালী যুদ্ধের সংবাদ পাঠ করিয়া নানাজনে নানাকথা কহিতেছেন, অসংখ্য নররক্তে মেদিনী প্লাবিত, কত নরনারী, স্বামী পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে হারাইয়া, অশ্রুজলে অভিষিক্ত! হা ভগবন্! কতদিনে এ কাল সমর অভিনয়ের যবনিকা পতন হইবে ?

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার বৈষম্য।

যে শিক্ষা-প্রভাবে অবিদ্যারূপ কণ্টকীকুল সমূলে উৎপাটিত হয়, যে শিক্ষা-প্রভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া হিতাহিত বিবেক-শক্তি বলবতী হইয়া উঠে, যে শিক্ষা মানব-মণ্ডলীকে ন্যায় ও সত্যধর্ম্মপথে পরিচালিত করে, যে শিক্ষাগুণে মানব—প্রকৃত মানব নামের গৌরব-রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহার নামই শিক্ষা।

এই শিক্ষা, সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে ; যথা—বাহ্য বা পার্থিব শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক শিক্ষা। যে শিক্ষা দ্বারা বিবিধ প্রকারে পার্থিব সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম বাহ্য বা পার্থিব শিক্ষা এবং

যে শিক্ষার বিমল কৌমুদীছটায় মায়াময় জগতের অনিত্যতা এবং পার্থিব সুখসমৃদ্ধির অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া অনন্ত সুখ-নিধান অক্ষয় শান্তি-রাজ্যের পবিত্র শরণির অনুসরণে সক্ষম হওয়া যায়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক শিক্ষা।

জ্ঞানবৃত্তির ঔৎকর্ষ্য সংসাধন সকল শিক্ষারই মূলীভূত হইলেও, অধুনা আমরা দিন দিন যেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছি, এবং সেই শিক্ষার অনুপাতে আমাদের জ্ঞান জননীশক্তি কিরূপ বিসারিত হইতেছে এবং সেই লব্ধজ্ঞানের অভ্যন্তরে আমাদের ইষ্টানিষ্ট কিরূপ নির্ভর করিতেছে, আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রতীচ্য শিক্ষার প্রসাদে আমরা কিরূপ পাণ্ডিত্যলাভ করিতেছি, আমাদের ধর্ম্ম ও নৈতিক জ্ঞানের কিরূপ ক্রমবিকাশ হইতেছে, পূর্ব্বতন প্রাচ্য শিক্ষার সহিত আধুনিক শিক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র তুলনা করিয়া দেখিলেই, এই সকল বিষয়েব প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হইতে পারে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ, কিরূপ শিক্ষা মনোনয়ন করিতেন, কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদের রীতি-নীতি, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ, তাঁহাদের সাংসারিক ও পারলৌকিক জ্ঞান কিরূপ ছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। অতি প্রাচীনকালের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া শতবৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা কিদৃশী নিয়মাবলম্বনে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ত্রিসন্ধ্যাবন্দন, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা তাঁহাদের নিত্য ব্রত ছিল; প্রত্যক্ষ দেবতা বোধে তাঁহারা পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করিতেন; দেবদ্বিজ ও অতিথি-সজ্জনে কখনও অনাদর করিতেন না; এই দুঃখময় অনিত্য জগতের অসারতা উপলব্ধি করিয়া ক্ষণমাত্রের জন্যও ইহাতে আসক্তি প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা জানিতেন, এ সংসার পরীক্ষাস্থল মাত্র, জগদীশ্বর কেবল লোক পরীক্ষাব্যপদেশেই ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, পরীক্ষাদান শেষ হইলেই সকলকেই ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। পার্থিব সুখ দুঃখে তাঁহারা কখনও হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হইতেন না, স্বধর্ম্মে অটল বিশ্বাস রাখিয়া জীবনের কয়েক মুহূর্ত্ত কোনরূপে কাটাইয়া যাইতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতেন।

এখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শিক্ষাই যদি প্রকৃত শিক্ষাস্থানীয় হয়, তবে অধুনা আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি, ইহাকে কি শিক্ষা বলিব?

যে শিক্ষায় মনুষ্যকে পশুত্বে পর্য্যবসিত করে, যে শিক্ষার মোহকরী মদিরা পানে বিভোর হইয়া মানব কর্ত্তব্যপথ পরিভ্রষ্ট হয়, যে শিক্ষার কলুষ-কালিমায় অনুলিপ্ত হইয়া মানব প্রতি পদে পৈশাচিক প্রকৃতির পরিচয় দেয়, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষায় স্বার্থপরতার অভ্যুদয়, পরার্থপরতার বিলয়; যে শিক্ষায় উদারতার সংহার, সংকীর্ণতার প্রসার; যে শিক্ষায় পাপের প্রতিপত্তি, পুণ্যের বিপত্তি, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষায় দুষ্কর্ম্মান্বিতের গৌরব, পুণ্যাত্মার রৌরব, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষায় আত্মীয়স্বজন পর বলিয়া উপেক্ষিত হয়, যে শিক্ষায় ভাই-ভগিনীর স্নেহ ভালবাসা ভুলাইয়া দেয়, যে শিক্ষার মহিমায় পিতামাতা পুত্রার্জ্জিত অর্থে বঞ্চিত হইয়া মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ায়, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষায় মানুষকে শিশ্নোদরপরায়ণ ও আত্ম-সর্ব্বস্ব করিয়া তুলে, যে শিক্ষায় বিনয়-নম্রতাদি শিষ্টাচার এবং দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণাবলী দূরে পলায়ন করে, যে শিক্ষায় কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু প্রবল হইয়া উঠে এবং উগ্রতা, অহংজ্ঞান ও আত্মম্ভরিতা অতিমাত্রায় সন্ধুক্ষিত হইয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ বিলোপ করিয়া দেয়; যে শিক্ষায় শিক্ষিত ধনশালীর দুয়ার হইতে প্রতিদিন শত শত বুভুক্ষিত নরকঙ্কাল এক মুষ্টি অন্নের প্রার্থনায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রত্যাগত হয়, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষায় মানব আত্মধর্ম্মে হৃতবিশ্বাস হইয়া কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় সংসার-সমুদ্রে আসিয়া বেড়ায়, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষায় ক্ষণিক সুখকে চিরসুখের নিদান বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া, অনন্ত অক্ষয় সুখের হেতুভূত ঐশ্বরিক চিন্তাকে অসার প্রতিপন্ন করতঃ নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষা সমুদ্রাবগাহনের লালসা গোষ্পদে মিটাইতে বলে, যে শিক্ষা কাচখণ্ডে কোহিনুরের গৌরব আরোপ করে, যে শিক্ষা কৃমিকীটাকুলিত দুর্গন্ধি বিষ্ঠাকে সুগন্ধি মলয়জ জ্ঞান করিতে উপদেশ দেয়, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব? যে শিক্ষা ইহসর্ব্বস্ব, পারলৌকিক সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত, তাহাকে কি শিক্ষা বলিব?

পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ "দিল্লিকা লাড্ডু"র প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া, এখন আমরা মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছি, আমাদের জ্ঞানশক্তি বিবেচনাশক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া সুস্থির চিত্তে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আমাদের আর নাই বলিলেও বোধ হয় উক্তি হইবে না।

পর্ব্বতপ্রতিম অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থরাজি, ভারত-ভাণ্ডার পরিপূরিত রাখিয়া, যাঁহাদের অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানবলের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে, সেই ঐশশক্তিসম্পন্ন ত্রিকালতত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষিগণ এক্ষণে আমাদের নিকট কুসংস্কারকলুষিত নগণ্য জীব বলিয়া অবজ্ঞেয় হইতেছেন!! সংস্কৃত ভাষা কিরূপ জিনিষ, উহার অভ্যন্তরে কীদৃশ পদার্থ নিহিত আছে, পাঠ করিয়া বুঝিবার শক্তি নাই, অথচ আমরা সর্ব্বজ্ঞের ভান করিয়া উহার আমূল সমালোচনা করিয়া ফেলি! ইহা অপেক্ষা অর্ব্বাচীনতা আর কাহাকে বলে!! আমরা এখন ন্যায়, সাংখ্যাদি দর্শন মানি না, মন্বাদি সংহিতা মানি না, পাপ পরিহৃত অল্পায়ু কলির জীবের জীবনস্বরূপ—মুক্তিমার্গের সার সম্বল—অনন্ত জ্ঞান রত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার—আশু সিদ্ধিপ্রদ ভগবান মহেশ্বর-মুখ বিগলিত অমৃতময় তন্ত্রশাস্ত্রেও আর আমাদের বিশ্বাস নাই! অপৌরুষেয় আদিভূত নিত্যসত্য, সনাতন বেদবাক্যেও আর আমাদের আস্থা নাই! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নয়ন ফাটিয়া প্রতপ্ত রুধির ধারা নিঃসৃত হইয়া পড়ে, আমরা স্বকর্ণে এমন অনেক "গ্রাজুয়েট্"কে বেদোক্ত বচনাবলী "কৃষক সংগীত" বলিয়া উপহাস করিতে শুনিয়াছি!! কি লজ্জা, কি ঘৃণা! ধিক্ তোমাদের শিক্ষায়, ধিক্ তোমাদের পাণ্ডিত্যে!!

এই ত আমাদের শিক্ষার দশা। যে দেশের শিক্ষার অবস্থা এরূপ শোচনীয়, সে দেশবাসীর উন্নতি সম্ভবপর বটে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি? বর্ত্তমান শিক্ষাই কি আমাদের অধঃপতনের হেতুভূত নহে? যাহাদের জাতীয় জীবন ধর্ম্মোপাদানে সংগঠিত, যাহাদের উঠিতে বসিতে ধর্ম্ম, আহারে বিহারে ধর্ম্ম, সর্ব্বস্বই যাহাদের ধর্ম্মময়, ধর্ম্মই যাহাদের প্রধান সাধন, ধর্ম্মই যাহাদের সংসার-সাগরে ধ্রুবতারা, ধর্ম্মহারা হইলে তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী নহে কি? কেন আমাদের এত দুর্গতি হইতেছে, আবার তাহা বলিতে হইবে কি? ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, ধর্ম্মহীনতাই—ধর্ম্মাভাবই ইহার মুখ্য কারণ। এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে প্রতীকারের উপায় দেখ, অন্যথায় এই অবিমৃষ্যকারিতার বিষময় ফলের বিষ জ্বালায় নিশ্চয়ই দগ্ধ হইতে হইবে।

ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, রুষ প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণ যে শিক্ষায় আজ সাগরাম্বরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন, আমরা তাহার অপযশ ঘোষণা করিতে ইচ্ছুক নহি, আর উল্লিখিত শিক্ষায় যে কেহ শিক্ষিত হইবে, তাহারই যে অধঃপতন অপরিহার্য্য, এমন কথাও

বলিতে চাহি না, পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলনে দেশের সকল লোকই যে, যথেচ্ছাপরায়ণ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত এবং অধর্ম্মনিরত হইতেছেন, এমন কথা বলিবারও অভিলাষী নহি; যেহেতু, পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত এমন অনেক মহাপুরুষ এখনও আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরক্ত এবং নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া হিন্দুসমাজ অলঙ্কৃত রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রাগুপ্ত লোকের সংখ্যা এত বিরল যে, বিশাল বারিধি বারির তুলনায় শিশিরবিন্দুর সত্তার ন্যায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। মোটামুটি ধরিতে গেলে, অধিকাংশ "গ্রাজুয়েট"ই স্খলিতচরিত্র এবং স্বেচ্ছাচার-সম্পন্ন—ইহা নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে পরিলক্ষিত হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় গুণ থাকিলেও আমাদের প্রাক্তনের ফলে তাহা দোষে পরিণত হইতেছে; সেইজন্যই বারংবার বলিতেছি, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের অমঙ্গলের নিদান, সর্ব্বনাশের মূলাধার।

বিষের সংহরণীশক্তি বিশ্বনাথই বিনাশ করিতে সমর্থ; বিষে বিষের কৃমির কিছুই করিতে পারে না, সে অবলীলাক্রমে বিষজ উপাদান উদরস্থ করিয়া নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু তাই বলিয়া, সকল প্রাণীর পক্ষেই যেমন বিষ মঙ্গলজনক নহে, সেইরূপ, প্রতীচ্য শিক্ষা জাতিমাত্রেরই মঙ্গল-দায়িনী হইতে পারে না। প্রতীচ্যগণের দৈহিক উপাদানের সহিত, অস্মদ্দেশীয়-গণের দৈহিক উপাদানগত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্যগণের পক্ষে হিতকারিণী হইলেও আমাদের পক্ষে নহে।

এই অসার-সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সারাৎসার, ধর্ম্মই পরম বন্ধু, ধর্ম্মই পরম সহায়, ধন-জন, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য কিছুতেই কিছু নাই, কিছুই সঙ্গে যাইবে না, নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার; ভাই বল, বন্ধু বল, পুত্র পত্নী বল, কেহই সেই ভীষণ দিনে—যে দিন ইহজন্মের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভবলীলা-খেলা সাঙ্গ করিয়া যাইতে হইবে, সেই দারুণ দুর্দ্দিনে কেহই তোমার সঙ্গী হইবে না, কেহই তোমার সহায় হইবে না, কেহই তোমার রক্ষক হইবে না,—ধর্ম্মে আস্থাবান্ হও, ধর্ম্মে রতি-মতি রাখ, সর্ব্বস্বের বিনিময়ে ধর্ম্ম মহারত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখ,—ভয় কি মরণে, ভয় কি যমের ভ্রুকুটি ভঙ্গিমায়, ভয় কি কালের ভৈরব ভেরী-নিনাদে,—ধর্ম্ম তোমার রক্ষক হইবেন, ধর্ম্ম তোমার সহায় হইবেন, ধর্ম্মের বলে, ধর্ম্মের কৃপায়, তুমি সর্ব্বভয় হইতে—সর্ব্ববিপদ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে, ধর্ম্মের কৃপায় তোমার যম-যন্ত্রণা, নরক-যন্ত্রণা নিরাকৃত

হইবে। আর কি চাও? স্বর্গ চাও কি? ধর্ম্মের শরণাগত হও, ধর্ম্মের সেবক হও, ধর্ম্ম তোমার সকল সাধ মিটাইবেন; তুচ্ছ স্বর্গ, উপসর্গ স্বর্গে তোমার কাজ কি ভাই, কোটী কোটী স্বর্গ যাহার একটি পরমাণুর সমতুল্য, সেই চিরসুখময় চিদানন্দপূর্ণ, ধার্ম্মিকের নিত্যনিকেতন, মোক্ষপুরে অনায়াসে চির আশ্রয় লাভ ক'রে চরিতার্থ হইতে পারিবে।

তাই বলিতেছি, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও, পাশ্চাত্য শিক্ষার আপাতমধুরতায় মোহিত হ'য়ে, ঐহিক সুখকে সার ভেবে, চিরসুখের পথে কণ্টক প্রদান করিও না। হিন্দু তুমি, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ তোমার জন্মভূমি, তোমার ন্যায় সৌভাগ্য কার আছে ভাই? দ্বৈপায়ন, মন্বাদি মহামুনিগণ যাহাদের উপদেষ্টা, লোক পিতামহ ভগবান কমলযোনি, কৈলাশেশ্বর দেবদেব মহাদেব, গোলোকবিহারী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের শাস্ত্রকর্ত্তা, চতুর্ব্বেদ, ষড়দর্শন, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ঊনবিংশ সংহিতা প্রভৃতি অগণ্য অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ যাহাদের চিরসহায়, তাহাদের আবার ভাবনা কি? তাই আবার বলিতেছি, ভাই হিন্দুগণ! অনর্থময় অর্থের আশায় অর্থকরী বিজাতীয় ভাষার কুহকে ভুলিয়া ধর্ম্মরূপ অমূল্য স্পর্শমণি অবহেলায় হারাইও না, কল্পবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বিষবৃক্ষের আশ্রিত হইও না। পীযূষপয়োধিতীরে থাকিয়া পিপাসা শান্তির প্রয়াসে হলাহলময় রৌরব হ্রদে ছুটিয়া যাইও না।

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিনোদ।

মানুষ কে?

সংসারে এমন কতকগুলি নিকৃষ্ট জীব আছে যে, তাহারা মনে করে, এ সংসারে মানুষ কে? ধনে মানে, কুলে শীলে, রূপে গুণে, জ্ঞান গৌরবে, কথায়-বার্ত্তায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, "একমেব দ্বিতীয় নাস্তি"—আমিই একমাত্র, আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা ধরাকে সরা, সমুদ্রকে গোষ্পদে, হিমাদ্রিকে বাল্মীকি স্তূপ মনে করিয়া থাকে। এইরূপ "জোনাকী প্রকৃতি" জীবগুলি বুঝিতে পারে না যে, তাহারা পদে পদে লোকের নিকট অপদস্থ ও উপহাসাস্পদ হয়। তাহাদের হিংসাপ্রবৃত্তি এতই বলবতী যে, পরের যশঃগৌরবের উজ্জ্বল আলোক তাহাদের চক্ষে সহে না। তুমি একটা কাজ করিলে, দশজনে তোমার প্রশংসা করিল, তাহাদের হৃদয়ে শেল বিধিল, অন্তর দগ্ধ হইল, কত নিন্দা কুৎসা

আরম্ভ হইল ; অথচ নিজের কিন্তু সেইরূপ একটা কাজ করার ক্ষমতা নাই। তাহারা এমনই পরকুৎসাপ্রিয় যে, তোমাকে কেহ প্রশংসা করিল, অমনি তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিল, "মহাশয় ! সে চোর, অমুক স্থানে চুরি করিয়াছে।" কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিল না, যেন শুনিয়াও শুনিল না, শুনিবে কেন ? নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের অসার তর্জ্জনে লোকে টলিবে কেন ? সূর্য্য ডুবিল, চন্দ্র উঠিল, তারা হাসিল, জোনাকী জ্বলিল ; লোকে চন্দ্র দেখিল, জোনাকী দেখিবে কেন ? জোনাকী সম্মার্জ্জনীতে সম্মানিত হইল, লোকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইল, কতক পড়িল, কতক মরিল, চন্দ্র কিন্তু যে উচ্চে—সেই উচ্চেই রহিল। পণ্ডিতেরা এইরূপ নিকৃষ্ট প্রকৃতির জীবগুলিকে 'মূর্খ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাহারা (মূর্খেরা) রান্নাঘরে গৃহিণীর নিকট সদর্পে বলিয়া থাকে, "জগতে আর মানুষ কে ? নবদ্বীপের রামবিদ্যারত্ন ! সে বেটা জানে কি ? হরিবাবু জজ হলে কি হয় ! সে বেটা নির্ব্বোধের রাজা ; কৃষ্ণবাবু জমিদার হ'লে কি হবে, বেটার কিছুই নাই ! শ্যামবাবু—নামজাদা গ্রন্থকার হ'লে কি হয়, বেটার বইগুলো অপাঠ্য, অশ্রাব্য, দুর্ব্বোধ, অমন বই আমি হাজার দু-হাজার লিখ্‌তে পারি।" এই ত মূর্খের কাণ্ড ! পরমেশ্বর ! তুমি বাহ্যিক আকৃতিতে স্ত্রী পুরুষে পৃথক করিয়াছ, পশুপক্ষীতে পৃথক করিয়াছ, মীন কূর্ম্মে পৃথক করিয়াছ, পণ্ডিত ও মূর্খে পৃথক কর নাই কেন ? যদি মূর্খের কপালে বিশেষ কোন একটা চিহ্ন দিয়া রাখিতে, তাহা হইলে মূর্খ চিনিতে এত কষ্ট পাইতে হইত না।

এ সম্বন্ধে আমার এক আত্মীয়ের কার্য্য-কাহিনী ও রসিক পাগলের সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, কাণ্ডটা কি ? পাঠক ! আমার এই গল্পটী কল্পিত—কি অতিরঞ্জিত মনে না করিয়া, একটু ধৈর্য্য সহকারে পড়িলেই জানিতে পারিবেন, এ জগতে মানুষ কে ? "আমার এক আত্মীয় বালিকা আজ ৩।৪ বৎসর আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হইতেছেন। বালিকাটীর নাম কাদম্বিনী ; কেহ কেহ ভ্রমক্রমে তাহাকে 'কাদম্বরী' বলিয়া থাকেন। মেয়েটীর বিবাহকাল উপস্থিত, সুতরাং এখন তাহাকে দশজন লোকের নিকট বাহির করিতে হইবে বিবেচনায়, মেয়েটীকে নানাপ্রকার বসন ভূষণে সজ্জিতা করিয়া, আমার এক নিকট-আত্মীয়ের নিকট দেখা করিতে পাঠাইলাম। এই স্থলে আত্মীয় মহাশয়ের রূপ গুণের কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে হয় ত অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। রূপের কথা বলিতে নাই, সৃষ্টিকর্ত্তা

যাহাকে যেরূপ রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সেই রূপই ভাল; তবে তাঁহার গুণের অন্ত নাই,—অসীম অনন্ত; রত্নাকরের সমুদয় রত্নের সহিত তৌলদণ্ডে তৌল করিলে তাহার গুণ অনেক উচ্চে উঠিবে। তাঁহার অন্য গুণ থাক্ বা না থাক, কিন্তু তিনি যে দাতা, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত, এমন কি, স্বর্ণকারদের 'কুঁচি' প্রস্তুত জন্য মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত দান করিতে তিনি কাতর নহেন। তাঁহার দোষগুণ যাহাই থাকুক, তবু তিনি আমার আত্মীয়, তাই মেয়েটীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তিনি মেয়েটীকে দেখিয়া বলিলেন, 'আ! ছি! কে তোকে এমন বদসাজে সাজিয়েছে'—এই বলিয়া তিনি কোমরের চন্দ্রহার খুলিয়া গলায় পরাইলেন, চরণপদ্ম বাহুমূলে, মাকড়ী পরাইলেন নাকে, কণ্ঠমালা পরাইলেন কোমরে, সিঁতি পরাইলেন মনিবন্ধে। এতেও যদি খান্‌কে খান বজায় থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতাম। কোন কোন খান বেমালুম চুরি; কোন স্থানে বা স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্ত্তে গিল্‌টী পিতল ও রংদার কেমিক্যাল। অধিকন্তু মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে; মাকড়ীতে কাণ কাটিয়াছে, নলকে নাক কাটিয়াছে, চুরিতে হাত ছিঁড়িয়াছে, মলে পা ফুলিয়াছে। মেয়েটী অতীব শান্তশীলা, তাই নীরবে এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। মেয়েটীকে আনিতে গিয়া দেখি, অলঙ্কারগুলি স্থানচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। তাহার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন প্রভু! সগর্ব্বে বলিলেন, 'যেরূপ সাজাইয়া দিলাম, জগতে কাহারও সাধ্য নাই, কোনও ক্ষমতা নাই, এরূপ সাজাইতে পারে!' তাঁহার এই প্রকার গর্ব্বোক্তিতে আমার কোন কষ্টই হয় নাই, কেন না, গর্ব্ব মূর্খের ধন, দাম্ভিকতাই মূর্খের সম্পত্তি, তর্কই মূর্খের বল, দর্পই মূর্খেই সাহস, পল্লবগ্রাহিতাই মূর্খের পাণ্ডিত্য, অহঙ্কারই মূর্খের সহচর, পরনিন্দাই মূর্খের ইষ্টমন্ত্র, নিলর্জ্জতাই মূর্খের শিক্ষা, "সব জান্তাই" মূর্খের গুণ, হামবড়ত্বই মূর্খের ভূষণ, আত্মম্ভরিতাই মূর্খের বসন, ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিতে করিতে মেয়েটীকে সঙ্গে লইয়া বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আত্মীয় মহাশয়ের এইরূপ অনধিকার চর্চ্চায় ও কন্যাটীর এতাদৃশী অবস্থায় অবিরল অশ্রুপাতে আমার চক্ষের যে একটু দোষ জন্মিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক, আসিবার সময় পথিমধ্যে আমার এক পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমার আত্মীয় মহাশয়ের কার্য্যবিবরণ শুনিয়া, এবং কাদম্বিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক

বলিলেন, 'ছি বন্ধু! তুমি কাহুকে কাহার কাছে পাঠাইয়াছিলে? তুমি কি জান না, মারুতি মুক্তাহার দাঁতে চিবাইয়াছিল?' আমি বলিলাম, 'ভাই! কুকুরে প্রস্রাব করিলেও কি তুলসী অনাদৃতা? কাহু আমার নিরালঙ্কারা ও কুৎসিতা হইলেও আপন গুণেই আদৃতা। ফুলের আদর কে না করে? ফুল কি কাহার আদর করে? মণির উজ্জ্বলতায় জগৎ মুগ্ধ, জগতের উজ্জ্বলতায় কি মণি মুগ্ধ হয়?' এই কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন, আমিও মেয়েটীকে লইয়া গৃহে ফিরিলাম। এক বৎসরের সেবা শুশ্রূষার পর কন্যাটীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। তাঁহার সেই গিল্টী ও কেমিকেলগুলি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছি, সময়ে তাঁহাকে ও আরও দশজনকে দেখানই আমার উদ্দেশ্য; তবে সাধারণ সমক্ষে তাঁহাকে অপ্রস্তুত করা আমার উদ্দেশ্য নহে।" ছি, ছি! আত্মীয়ের আত্মীয়তা কেমন দেখিলেন ত? পাঠক, এখন চিনিয়া লউন, মানুষ কে? আপনারা কি আমার আত্মীয় মহাশয়!!

পাঠক, এখন পাগল রসিকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন (তারিখ স্মরণ নাই) আমি মাতুলালয় হইতে আসিতেছি, তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু হইয়াছে, এই সময়ে নদীতীরে বসিয়া একটী লোক মধুরকণ্ঠে গীত গাইতেছে, ধীরে ধীরে তাহার নিকট দাঁড়াইলাম, গানটী ভাল লাগিল, তাই পেন্সিলের সাহায্যে লিখিয়া লইলাম। পাগল মনের আবেশে গাইতে লাগিল,—

"দুনিয়ায় মানুষ কে রে ভাই।
(খুঁজে এলেম ঠাঁই ঠাঁই)।
আমার মতন, এমন রতন, ভারত-মাতার আর দুটী নাই॥
আমি থানায় থানায়, হানায় হানায়, নদীর কাণায় ঘুরে বেড়াই—
শ্মশানে মশানে, গহন কাননে, সাগর পুলিনে কোথাও না পাই॥
গোশালা মোশালা, খ-শালা শূশালা, কতই শালা, দেখ্‌লাম রে ভাই—
কোথাও না পেলেম, ভুবন বেড়ালেম, বৃথা ঘুরে এলেম, আর কোথা যাই॥
আমার গুণের নাই সীমা, মানের নাই সীমা, কি দিব উপমা, উপমা যে নাই।
ছি ছি বিনে কেউ বলে না, দূর হ বিনে কেউ ডাকে না,
এ যাতনা আর সহে না মর্ম্মে মরে যাই॥

যাই যার দ্বারে, গর্দ্দানিটী ধরে, সম্মার্জ্জনী করে, সম্মান করে ভাই—
দেয় দ্রব্য নানা, ক্ষীর ননী ছানা, সনামা বিনামা (ওরে) কতই আমি খাই ॥
দ্বিজ রসিক ভাবে, ভবধামে এসে, আপনি বড় হইও না রে ভাই—
"যদি বড় হবি ত ছোট হও মন, যদি মান চাও, মানে দাওরে ছাই ॥"

গান শেষ হইলে, আমি তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বুঝিলাম, সে বেশ ছদ্মবেশ নহে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি একাকী এখানে কি করিতেছ ?" সে বলিল, "আমি মানুষ খুঁজে বেড়াই।" তাহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য তাহাকে সঙ্গে আনিয়া পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত আমার সেই আত্মীয়টীকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, "ঐ দেখ মানুষ।" সে একমুখ হাসিয়া বলিল, "মানুষ কে ?" অমনি প্রতিধ্বনি হইল, "মানুষ কে ?" আবার পাগল বলিল, "মানুষ আমি।" প্রতিধ্বনি হইল,"—মি।" পাগল মাত্র "মি" শব্দ শুনিয়া মনে করিল, কেহ বলিতেছে, মানুষ তুমি। সে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া 'মানুষ আমি' বলিয়াই ভোঁদৌড়। পাঠক! এখন চিনিয়া লউন, মানুষ কে ? পাগল বড় দুঃখেই বলিয়াছে, "দুনিয়ায় মানুষ কে ?"

শ্রীসুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

সতীত্ব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গাতীরস্থ জনপদ।

অদূরে অরণ্যমাঝে সলিলার্দ্র-কলেবর এক নবীন সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী। ঘন ঘন ঘনরবে গভীর গর্জ্জন!
ক্ষণে ক্ষণে চপলার চমকের হাসি!
স্বন্ স্বন্ বেগে তাহে পবন তাড়ন।
করকা সহিত বারি অবিরল ধারে!
পড়ে বা গগন্ ভাঙ্গি অভাগার শিরে!

স্থান নাই! কোথা যাই!—বিপদ সময়
নিরাশ্রয়! এ বিপন্ন সন্ন্যাসীর প্রতি
কেহ নাই—কেহ নাই দানিতে আশ্রয়!
দেখিলাম জনপদে জাগরিত জন,
প্রতিগৃহে দীপালোক! একি এ ব্যসন!
জনে জনে জানালেম দিতে ক্ষণ স্থান!
স্থান দে'য়া দূরে থাক্, দিল না উত্তর!
স্বার্থপর হৃদি কবে দয়ার্দ্র হয়েছে?
গলে কি পাষাণ কভু উষার নীহারে?
নিরখি ধরণী আজ স্বার্থপরপূর্ণা!
ভারতের হেন দশা কে জানে ঘটিবে!
ভারত-জননি!—শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে,
একদিন ছিলে অতি ভাগ্যবতী তুমি,
শান্ত দান্ত ধীর বীর, যোগী, ঋষি, মুনি
প্রসবিলা পুত্ররত্ন সুর সুপূজিত!
জ্ঞানী নামে অভিহিত যাঁরা ত্রিভুবনে,
উপেক্ষিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য, ছিল যাঁরা
কঠোর-যোগ-সাধনে সতত নিযুক্ত!
স্বার্থ ভ্রুক্ষেপণ যাঁরা ভাবিত না ভ্রমে!
তাঁরা সব কোথায় এখন? আর্য্যসুত!
ভারত-সন্তান নামে চিরপরিচিত?
এ সব কাহারা? কোথাকার বিজাতীয়!
[illegible] তারে ধরিয়া হৃদয়ে?
[illegible]
জানে না বুঝে না যারা স্বার্থ ভিন্ন ভবে।
কোথা পেলে? কার কাছে আনিলে যাচিয়া।
হেন পুত্রোদরে ধরি পুত্রবতী নাম
ধরা এই বসুন্ধরা মাঝে, বিড়ম্বনা!
পুত্রহীনা যদি তুমি? রসাতলে গিয়ে

লহ মা আশ্রয়! সেও ভাল তব পক্ষে,
বক্ষে করি কেমনে রেখেছ? পরকীয়
পাপাশয় ক্ষুদ্রমতি মরত অধমে?
ধারকরা ধনে হে মা কহ দেখি শুনি,
অমুল মণির কভু ঘুচে কি অভাব?
দিনমণি ভিন্ন কভু জগৎ আঁধারে
পারে কি ঘুচাতে ক্ষীণ প্রদীপের ভাতি?
তবে কেন ঋণের শৃঙ্খল পর পায়?
হায়! যেই সরোবরে পঙ্কজ ফুটিত!
যার জলে সদা আসি মরাল ভাসিত?
আজি সে সলিল তার হইল পঙ্কিল,
দামপূর্ণ, সমুদ্ভূত সেহলার দল
মীনাহারী বলাকার আহারের স্থল!
এ দেখি কাহার এবে না দহে হৃদয়!
কে হেন নির্দ্দয় আছে বলগো জগতে,
তব দশা হেরে তারে না হবে কাঁদিতে?
তাই বলি, যাও তুমি তলাতল তলে
রেখ না কলঙ্ক আর নিষ্কলঙ্ক ভালে?

(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল নিস্তব্ধে)

যাই আমি! কোথা যাই? কোথা পাই স্থান!
পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী সম্মুখে জাহ্নবী?
যদি থাকে তীরে তরী বাঁধা কোন মতে—
তবে ত [illegible]
বিকল [illegible]
কোনরূপে যেতে পারি যদি পরপারে
পল্লিতে কি তরুতলে কাটাব রজনী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গাতটে তরী বাঁধা, তরঙ্গ প্রবাহিত, অদূরে সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী। ভীষণ মূরতিধারী কলকল স্বনে!
কলস্বনা তুমি গঙ্গে প্রবাহিছ বেগে!
তরঙ্গ দেখিয়া কাঁদে আতঙ্কে পরাণ।
ভব পারাবারে তুমি ভয়হরা শুনি,
দুরিতবারিণী জানি তোমার সদন
তবে কেন হেরি তোমা সশঙ্কিত চিত?
দুর্গতির গতি হে মা যে জানে তোমারে।
দুরাশা ঘটিবে কেন তার পারাবারে?
এ বিপদে তব পদে লইলাম স্থান
দেখি গো মা রাখ কি না পাতকি সন্তানে!
(তরণী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া)
মাঝিহীন তরণীতে বিপদ-সঙ্কুল।
কি আছে কপালে? পাব কেমনে বা কূল!
এ কূল ও কূল পাছে দুকূল হারাই?
কেন বা ব্যাকুল? তাতে কেন বা ডরাই?
জাহ্নবী জীবনে যদি জীবন হারাই।
ক্ষতি নাই! সাধে যে জীবনে ত্যজিবাবে
পাপদেহ,—ভাগ্যবান পুণ্যবান সেই!
এই ভেবে তবে কেন ভয় পাই মনে!
পারাবার পার হতে তবে কিসে ভয়?
জয় সুরধুনি! তুমি পতিত-পাবনী।
পাপাঙ্গে পরশি বারি তরঙ্গে তরণী
ছাড়িনু জননি! এবে যা কর গো তুমি।
(তরণী আরোহণ ও গীত)
দেহি মে গতির্গঙ্গে, তব তরঙ্গে, পাপাঙ্গে,
ভাসাইনু রঙ্গে, যদি অপাঙ্গে হের মা তবে,
ভবে ভাবি না এ তনুতরী ভঙ্গে।

যাত্রা পরিহরি, সিহরি সিহরি,
সময়ে ভিখারী, শমন আতঙ্কে ;—
তুমি ত্রিতাপহারিণী, দুরীতবারিণী,
ত্রৈলোক্যতারিণী, ভবের সে বাগ্মী বেদপ্রসবিনি ॥

[প্রস্থান।

শ্রীমহিমাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিনিময়ে।

আমি নিশিদিন ধরি ভালবেসে তারে,
পেয়েছি হতাশ প্রাণ ;
আমি লভিয়াছি চির অতৃপ্ত পিপাসা,
হৃদয় করিয়ে দান !
আমি বাঁধিয়া তাহারে প্রেম আলিঙ্গনে,
পেয়েছি বিরহ ঘোর ;
আমি মুছা'য়ে যতনে মুখখানি তার,
পেয়েছি নয়ন-লোর !
আমি বসা'য়ে তাহারে, কুসুম-কাননে,
পেয়েছি এ মরুভূমি ;
আমি অমিয় লভিতে পেয়েছি গরল,
আদরে অধর চুমি !
আমি হারা'য়ে ফেলেছি, খেলার পুতুল,
করিতে প্রেমের খেলা ;
আমি প্রভাত খুঁজিতে কাটি সারাদিন,
ডুবা'য়ে দিয়েছি বেলা !
আমি লভিতে শীতল মলয়-অনিল,
পেয়েছি বেদনা-রাশি ;
আমি বসিতে যাইয়া রাজ-সিংহাসনে,
হ'য়েছি অরণ্য-বাসী !
আমি আকাশের চাঁদ, গেছিনু ধরিতে,—
রজনী হইল ভোর ;
আমি পূজিয়া অমরে, লভিনু মরতা,—
সাধনা সফল মোর !

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

রমণী প্রভাব।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে লণ্ডনে আসিয়াছি। হৃদয়ে কত আশা পোষণ করিয়া, জনক-জননীর ও বান্ধব-সুহৃদের কথা পাসরিয়া স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির নিকট সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করতঃ সপ্তসমুদ্র ত্রয়োদশ নদী উত্তীর্ণ হইয়া—সুদূর শ্বেতদ্বীপে সিভিল সার্ভিস পড়িতে আসিয়াছি,—বাসনা, জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রিয়জনের আনন্দ বর্দ্ধন করিব। স্বপ্নেও ভাবি নাই, বিধাতা আমার আশারাশি অঙ্কুরেই নিরাশাগ্নিতে দগ্ধ করিবেন। অপ্রাপ্তবয়সে অভিভাবকবিহীন হইয়া দূরদেশে থাকিলে যাহা হয়, আমার তাহাই হইল। কুসংসর্গে পড়িয়া আমি উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলাম। মাসে মাসে বাড়ী হইতে নিয়মিত টাকা আসিতে লাগিল, আমি তদ্দ্বারা সাহেব বন্ধুদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলাম। এই ভাবে চারি বৎসর কাটিয়া গেল,—বাড়ীতে ফিরিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। আমি তত্রত্য সাহেব বন্ধুদিগের সাহায্যে কোন প্রকারে ডিটেক্‌টিভ আফিসে প্রবেশ করিয়া একটী দারোগাগিরি কার্য্য পাইলাম।

এক বৎসর অতীত হইয়াছে, আমি ডিটেক্‌টিভ দারোগা হইয়াছি; দুই একটী কার্য্য উদ্ধার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িয়াছি। এই সময় একটী চুরি মোকদ্দমার তদন্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইল, মোকদ্দমার কোন তদন্তই হইল না। একদিবস মধ্যাহ্ন সময়ে আমি বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া খোসগল্প করিতেছি, এমন সময় ষ্টুয়ার্ট বলিল,—"বন্ধু! উইণ্ডসরের চুরি মোকদ্দমার কোন কিনারা করিতে পারিয়াছ কি? আমার বিশ্বাস তোমার শৈথিল্যে এ পর্য্যন্ত আসামী ধৃত হয় নাই। অন্য কোন দারোগার উপর এ কার্য্যের ভার বিন্যস্ত হইলে, এতদিন তাহার বিচার পর্য্যন্ত শেষ হইয়া যাইত।"

"বৃথা আমাকে তিরস্কার করিও না। ব্যাপারখানা আগে শুন।" এই বলিয়া উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম, পরে আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম,—"প্রায় মাসাবধি হইল, আমি আমার ঊর্দ্ধতন

কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে, একটী ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যত শীঘ্র চুরির তদন্ত শেষ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পরদিবস উক্ত ভদ্রলোকটী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিব্যক্ত করিলেন যে, হোম আফিস হইতে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে, তাহার ভ্রাতা,—যে পোর্টল্যাণ্ডে অপরাধীরূপে প্রেরিত হইয়াছিল,—হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে ঘটনাটি এই ;—

"কালের নিয়ত বিঘূর্ণিত-চক্র আবর্ত্তনে প্রায় পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইল, আমার ভ্রাতা কোগান, স্থানীয় মিসার্স মানডিভ্ এণ্ড কোং'র আফিসে এবার-ক্রম্বি নামক অপর এক যুবকের সহিত কার্য্য করিত। একত্র অবস্থান হেতু তাহাদের মধ্যে বেশ সৌহৃদ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল। প্রায়শ সময় তাহারা একত্র অবস্থান করিত এবং ঘটনাক্রমে তাহারা উভয়েই এক কামিনীর কমনীয় কুহকে মুগ্ধ হয়। কোগান উক্ত কামিনীর প্রতি সমধিক আসক্ত হইয়াছিল এবং কামিনীও তাহার প্রতি এবারক্রম্বি অপেক্ষা কিছু বেশী অনুরক্ত বোধ হইত। পরে কোগান তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিলে, রমণী তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করে এবং বিবাহের দিন নির্দ্ধার্য্য হয়। এবারক্রম্বি ঘটনা জানিতে পারিয়া কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত ও প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল।

"বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মানডিভ কোম্পানীর দোকানে একটী ভয়ানক চুরির কথা রাষ্ট্র হইল। দস্যুরা নগদে ও দ্রব্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকা অপহরণ করে। অনুসন্ধানের পর কোগানই আসামীরূপে ধৃত হইল এবং ধর্ম্মাধিকরণের ন্যায় বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া পঞ্চদশ বৎসরের নিমিত্ত সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইল।"

আগন্তুক আরও বলিলেন,—"সম্প্রতি আমি আমার ভ্রাতার মৃত্যুর ২।১ দিবস পূর্ব্বে লিখিত একখানি লিপিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে আমি সাধ্যানুসারে তাহার কলঙ্ক অপনয়নে যত্নবান হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমার এবং আরো অনেকের ধারণা, এবারক্রম্বিই এই চুরির মূল।"

আমি বলিলাম,—"ইহা কেবল অনুমান। এবারক্রম্বির সাক্ষ্যে আপনার ভ্রাতার অপরাধ সপ্রমাণিত হয় এবং আমার বিবেচনায় মানডিভের দারোয়ান কাইভের সাক্ষ্যে আরো অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। দরোয়ান শপথ পূর্ব্বক অতি দৃঢ়তার সহিত বলে যে, চুরি হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সে আপনার ভ্রাতাকে

আফিসের নিকট দেখিতে পায়। আপনার ভ্রাতা তদুত্তরে বলেন যে,—আমি সেখানে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই এবারক্রম্বির অনুরোধে। কারণ আফিস হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিবার সময় সে আমাকে তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করে,—সেও তথায় আসিবে বলিয়াছিল। এবারক্রম্বি কিন্তু তাহা আদৌ স্বীকার করে না। যাহা হউক, আমার আর কিছু জানিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার নাই, ইহাই যথেষ্ট। তবে আপনি কি বলিতে পারেন, এবারক্রম্বি এবং হাইভ এখন কোথায়?"

"না মহাশয়, তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছি, মোকদ্দমা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই ব্যাপারে তাহাদের উপরে অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব মহাশয়! যদি কোন দিন ঈশ্বরানুগ্রহে প্রকৃত অপরাধী ধৃত করিতে পারি, তবে আপনাকে জানাইব।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম।

এই সময় আমি অপর একটী মোকদ্দমার তদন্তে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ একদিন রাত্রে সহরের এক নির্জ্জন রাস্তার মোড়ের উপর উপবেশন করিয়া একটী লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, ইতি-মধ্যে আমার নামের সহিত নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

"সে বড় ধূর্ত্ত—পাকা ডিটেক্‌টিভ। ধাড়ী বেকার যদি আমার মতে মত না দেয়, তবে আমি সমস্ত কথা—দারোগার নিকট প্রকাশ করিয়া দিব। সে ভাবিয়াছে, আমার নিকট হইতে দূরে থাকায় নিরাপদ হইয়াছে? তাহা যেন স্বপ্নেও ভাবে না; আমি সহজে ছাড়িবার লোক নহি, যখন রহস্যভেদ করিয়া দিব, তখন দেখিতে পাইবে, হাইভ কেমন লোক।"

'হাইভ'—আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, হাইভ্ ত মানডিভের সেই দারোয়ান; সে এখানে কেন? তবে কি তাহারা এ স্থান ত্যাগ করে নাই? পুলিসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ তাহাদের পাপ অভিসন্ধি চরিতার্থ করিতেছে। যাহা হউক, অতি সতর্কতা ও ব্যগ্রতার সহিত আমি তাহাদের কথোপকথন শুনিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার সে আশা ফলবতী হইল না, আমি আর কিছুই শুনিতে বা জানিতে পারিলাম না। পরে আমি জানিতে চেষ্টা করিলান, কোথায় এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, কিন্তু তাহাও আমার জানা হইল না। কিয়দ্দিবস পরে আমি মধ্যাহ্নে আহার করিয়া

শুইয়া শুইয়া 'টুথ' Truth পড়িতেছি। পাঠান্তে কাগজখানি রাখিব, এমন সময় একটী বিজ্ঞাপনের উপর আমার নজর পড়িল। বিজ্ঞাপনটী এই,— "হিসাবাদি রাখিবার নিমিত্ত অনতিবিলম্বে একটী যুবক কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং জানা আবশ্যক। ব্রডওয়ে ষ্ট্রীট, বেকারের নিকট আবেদন করুন।"

এই বেকারই হাইভ কথিত বেকার আমার প্রতীতি হইল। ইতিপূর্ব্বে আমি তাহার নামও শুনিয়াছি। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি, সহরের ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তিও আছে। আমি এই সূত্র ধরিয়া মানডিভের বিপনির চুরির কিনারা করিতে পারিব বলিয়া একটু উৎসাহ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই বেকার অগাধ ধনী বলিয়া আমার হৃদয়ে একটু নিরাশাও দেখা দিল। যাহা হউক, সে নিরুৎসাহ প্রবল উচ্ছ্বাস স্রোতে ভাসিয়া গেল এবং অবিলম্বে আমি কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করিলাম। যথাসময়ে উত্তর পাইলাম, আমার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। পরদিবস প্রাতঃকালে আফিসে উপনীত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি। পরদিবস দশ ঘটিকার সময় আমি বেকারের কার্য্যালয়ে হাজির হইলাম।

আমার বেতন আশী টাকা নির্দ্ধারিত হইল। আমি অতি সতর্কতার সহিত বেকারের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু দুই মাসেও কোন রহস্য জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। এই সময় আমি একটু ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলাম, আজ কালই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিলাম। একদিন আমি কতকগুলি পুরাতন চিঠিপত্র গোছাইয়া রাখিতেছি এবং প্রত্যেক পত্রের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতেছি,—কারণ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি বেকারের প্রত্যেক কার্য্যই অত্যধিক যত্নের সহিত সম্পন্ন করিতাম,—হঠাৎ তাহার মধ্য হইতে একখণ্ড অপরিষ্কার কাগজে লিখিত একখান পত্র নিম্নে পতিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা উত্তোলন করিয়া পাঠ করিলাম। পত্রখানি হাইভ কর্ত্তৃক বেকারকে লিখিত। হাইভ তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছে যে, যদি সে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার না দেয়, তবে মানডিভের দোকানের চুরির সমস্ত কথা পুলিসের গোচরে আনিবে। পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার যে পরিমাণ আনন্দ হইল, তাহা ব্যক্ত করা কঠিন, সহজেই অনুমেয়। পত্রখানি আমি নিজের নিকট রাখিয়া অন্যান্য পত্রগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম, কিন্তু আর কোন রহস্য জানিতে পারিলাম না।

এইভাবে আরো এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল, নূতন কিছুই জানিতে পারিলাম না। একদা আমার মনিব বেকার আমাকে একখানি পত্র লিখিতে বলিয়া নিজে মোসাবিদা বলিতেছেন, আমি তাঁহার টেবিলের নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছি, ইতিমধ্যে দরোয়ান আসিয়া বলিল,—"হাইভ্ দেখা করিতে আসিয়াছে।" এই কথা শুনিবামাত্র বেকারের মুখের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হইল,—যেন রক্ত একবারে নাই, যেন কোন গুরুতর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছেন। আমি অলক্ষিতে তাঁহার মুখের চেহারা একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজমনে পত্র লিখিতে লাগিলাম। আনন্দে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মনে মনে ভগবানকে অগণিত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।

বেকার চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"দূর দূর, কোন্ হাইভ্, আমি চিনি না। বল গে, এখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, সাক্ষাৎ হইবে না।" পরক্ষণেই আমি আফিস হইতে শুনিতে পাইলাম, কে যেন উচ্চকণ্ঠে ক্রোধে পরিপূরিত স্বরে বলিল,—"সাক্ষাৎ হইবে না? আচ্ছা, দেখিব সাক্ষাৎ হয় কি না।"

হাইভ প্রস্থান করিলে বেকার একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত শরীরের জ্বালা ও মনের আগুন ত্যাগ করিয়া চেয়ারে উপবেশন করতঃ কম্পিত কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে নিজে নিজেই কি বলিতে লাগিলেন। আমি বহু চেষ্টাতেও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। এইসময় হাইভের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল, কিন্তু এখনে আমাকে অনেক বিষয় জানিতে হইবে বলিয়া, প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া স্থিরভাবে রহিলাম।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর বেকার আফিস হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আমি আহার করিয়া পুনরায় আসিতেছি। তাঁহার প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরই পিয়ন একখানি পত্র আমার টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। আমি হস্তাক্ষর দেখিয়াই জানিতে পারিলাম, পত্রের লেখক কে? লেখক আমার পূর্ব্বপরিচিত হাইভ্। পত্রে কি কি লেখা আছে জানিতে বড় কৌতূহল হইল, কিন্তু কি প্রকারে তাহা চরিতার্থ হইবে? পত্রখানি খামে আঁটা। যাহা হউক, সাহসে নির্ভর করিয়া জল দিয়া খাম খুলিলাম। তাহাতে এইরূপ লিখিতছিল,—"তুমি ভাবিয়াছ, আমার হস্ত হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ; কিন্তু তাহা তোমার সম্পূর্ণ ভুল, তুমি যদি তোমার

কার্য্যালয়ে আমার সহিত দেখা না কর, তবে অদ্য রাত্রে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান 'সেই জঙ্গলের' নিকট উপস্থিত থাকিবে এবং তোমার প্রতিশ্রুত টাকাও সঙ্গে লইয়া যাইবে। আমি তোমার সহিত আর কোন সংস্রব রাখিতে চাহি না।" পাঠ শেষ করিয়া পত্রখানি পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া বেকারের টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। বেকার যথাসময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পত্র পাঠ করতঃ তৎক্ষণাৎ সহস্রখণ্ডে ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি আফিস হইতে বাসায় আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া কেরাণীর পোষাক পরিত্যাগ করতঃ ডিটেক্‌টিভের পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া দুইজন পুলিস সঙ্গে লইয়া পত্রলিখিত জঙ্গলের নিকট উপনীত হইয়া একটী ভগ্ন বাটীর অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলাম। প্রথমে হাইড উপস্থিত হইয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অচিরেই বেকার আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন।

হাইড বলিল,—"Good Morning মিঃ বেকার! আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই বেকার বলিলেন,—"তোমার ভণিতা রাখ, কি চাও শীঘ্র বল? আরো টাকা চাও বোধ হয়—এবার কত চাও? শীঘ্র বল, আমি এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিব না।"

"বলি, এত তাড়াতাড়ি কেন? কবে হইতে এত কাজের লোক হইয়াছ? এমন দিনও গিয়াছে, যেদিন তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার নামটীও মুখে আন নাই। তখনো আমি যে হাইড ছিলাম, এখনো সেই হাইড। তুমি এখন বেকার—সম্ভ্রান্ত সওদাগর বটে, কিন্তু পূর্ব্বে (চুপে চুপে) তুমি মানডিভ্ কোম্পানীর কেরাণী এবারক্রম্বি ছিলে।"

"চুপ কর। নতুবা এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে কুক্কুরের ন্যায় গুলি করিব।"

"বটে! তবে এখন তোমার সহিত একচাল খেলি। দেখি, তুমি জিত কি আমি জিতি।" এই বলিয়াই হাইড তাহার কোটের পকেট হইতে একটি বন্দুক বাহির করিয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল।

"তুমি আর কত প্রার্থনা কর?" এই দুই হাজার টাকার দুইখানি নোট গ্রহণ কর।"

হাইড অতি কর্কশস্বরে বলিল, "যথেষ্ট নহে, আমি তোমার প্ররোচনায়

অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। বিচারকের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছি। নির্দ্দোষী কোগানের প্রতি সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া তাহাকে অশেষ বিশেষ কষ্ট দিয়াছি। এখন তাহার প্রতিদান এই নাকি ?"

"আরও দুই হাজার টাকা দিলে, তুমি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছ কি না ? তুমি আর এ জীবনে এখানে আসিবে না এবং আমাকেও বিরক্ত করিবে না প্রতিজ্ঞা কর ?"

"হো ! হো ! তুমি আমার সঙ্গত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ। আচ্ছা, টাকা দাও, আমি যাইতেছি।"

বেকার তদ্দণ্ডে তাহাকে মুদ্রা প্রদান করিলেন, হাইভ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো ও বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হও।" বেকার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে একজন পুলিস প্রহরী ভগ্নপ্রাচীর হইতে মহাশব্দে পতিত হইল। শব্দ শ্রবণ মাত্র হাইভ "কে, কে" বলিয়া উঠিল এবং আমাদিকে দেখিবামাত্র পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি তদ্দর্শনে প্রহরীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিলাম। প্রহরীদ্বয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু ভগ্নপ্রাচীর হইতে অন্ধকারে অবতরণ করিতে কিছু বিলম্ব ঘটায় তাহাকে ধৃত করিতে পারিল না এবং সেই অবধি তাহার নাম কোথাও শুনিতে পাই নাই। নিশ্চয়ই সে দেশত্যাগী হইয়াছে।

পরদিবস প্রত্যূষে আমি সহরের পশ্চিম প্রান্তে বেকারের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দারোয়ানের দ্বারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা বলিয়া পাঠাই-লাম। আমি তৎক্ষণাৎ একটী সুপ্রশস্ত ঘরে নীত হইলাম। ঘরের মেজ মার্বেল পাথরে মণ্ডিত। দেওয়ালে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিলে নয়ন মোহিত হয়। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র, বেকার বলিলেন, "সুপ্রভাত মহাশয় ! এত প্রত্যূষে কি জন্য ? কোন কার্য্য কি ভুল হইয়াছে ?"

"না মহাশয় ! কোন কার্য্য ভুল হয় নাই এবং সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আমি আগমনও করি নাই। আমার নিজের একটী কার্য্যের জন্য আসিয়াছি। গত রজনীতে হাইভ নামক কোন এক ব্যক্তির সহিত আপনার কি নগরের দক্ষিণপ্রান্তে একটী ভগ্নবাটীর সন্নিকট দেখা হইয়াছিল ?"

বেকার ঢোক গিলিয়া ভীতিকণ্ঠে বলিলেন,—"কেন ? তাহাতে আপনার কি প্রয়োজন ?"

"অবশ্য স্বীকার করি, আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাতে কোন এক ব্যক্তির বিশেষ উপকার সংসাধিত হইতে পারে। সে ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতার কলঙ্ক অপনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার ভ্রাতা কোন অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায় কারাগারে লীলা সম্বরণ করিয়াছে। মৃত্যু সময়ে, সে তাহার ভ্রাতাকে লিখে যে, আমার বিশুদ্ধ চরিত্র সপ্রমাণ করিতে যেন তিনি কিছুমাত্র অবহেলা না করেন।"

"বুঝিতে পারিলাম না, কেন যে আপনি তাহার অনুসন্ধান করেন, এবং ইহাতে আপনার প্রয়োজন এবং লাভই বা কি?"

"আমি একজন ডিটেক্‌টিভ, এই কার্য্যের অনুসন্ধানার্থে কেরাণী হইয়া আপনার অধীনে কার্য্য করিতেছি। গত রজনীতেই আমি আপনাকে ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু করি নাই। যে ব্যক্তিকে আপনারা ষড়যন্ত্র করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং যাহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ আপনি, আমি সেই ব্যক্তির ভ্রাতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার ভ্রাতার বিলুপ্ত মান ও সম্ভ্রম পুনর্জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। গত রাত্রিতে হাইভের সহিত আপনার কথোপকথনেই আপনি যে দোষী, তাহা প্রমাণ হইয়াছে। মহারাণীর নামে শপথ করিয়া, আমি এবারক্রম্বিকে ধৃত করিলাম।"

আমি এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র, ঘরের পার্শ্বের একটী দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং তন্মধ্য হইতে একটি নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরী যুবতী বাহির হইলেন। তিনি চেয়ার ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আমি প্রথমে কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু শেষে দেখি, তাহার দুইটী চক্ষুই অন্ধ। যুবতী বলিল, "মহাশয়, দয়া করিয়া পিতাকে মুক্তিদান করুন, এ সংসারে আমার আর কেহই নাই। যদিও তিনি দোষী, দয়া করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিন। তাঁহাকে আসামী করিয়া আমার সাক্ষাতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবেন না।" এই বলিয়া যুবতী আমার পদপ্রান্তে পতিতা হইল।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ বেকারের নামের ওয়ারেণ্ট ছিঁড়িয়া অগ্নিদেবকে অর্পণ করিলাম।

বন্ধু! এখন জানিলে, কেন এই ঘটনার তদন্ত হয় নাই? কেনই বা কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয় আমি জানাই নাই, এবং কেনই বা প্রকৃত অপরাধী ধৃত হয় নাই।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

রাস্তার ধারে মুদিখানা কি না—জলের তো অভাব নাই, সুমুখেই জলের কল—সেই জল নিয়ে যেমন কেঁড়েতে ময়দা গুল্‌চে, এমন সময়ে এক পাহারওয়ালার সন্দেহ হয়, সে অমনি এসে ধরে ফেল্লে। আর কি! রক্ষা নাই। পতিত ঘোষ বিস্তর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। উকীল মোক্তারে অনেক টাকা নিয়েছে—কিন্তু হইলে কি হয়—শেষে ছ'মাস ফাটক।

আমি। তবে দেখছি, নবান্ ব্যাটাই আমাদের মজাত? ব্যাটা, ভাল দুধ চুরি করে নগদ পয়সায় বিক্রী করে, শেষে কেঁড়েতে ময়দা গুলে আমাদের দুধ বলে খাওয়াত। উঃ, ব্যাটা কি বদ্‌মায়েস,—যেমন বদ্‌মায়েস, তেমনি সাজাও হয়েছে, দেখিস্, তুই যেন ফাঁদে পড়িস না?"

গোদা। মশাই, আমি যে পাপের শাস্তি ভোগ কর্‌চি, এর উপর যদি চুরি-চাপাটি করি, তবেতো আর নিস্তার নাই।

আমি। তোর পা কেমন ক'রে ফুল্লো?

গোদা। মশাই, সে অনেক কথা। যদিও আমার অনেক বয়েস হয়েছে বলে বোধ হয়, কিন্তু আমার বাস্তবিক তত বয়স নয়। আমায় রোগে রোগে এই রকম করেছে। ছেলেবেলায় পা কিছু কিছু ফুল্‌তে থাকে; আমার মা নানা রকম ঔষধ পত্র করে, কিছু কমে—শেষে এই যে ঘা দেখচেন—এই ঘাই আমার কাল হয়ে দাঁড়ালো। আমি এই ঘায়ের যন্ত্রণায় অনেক রকমের ঔষধ দিলাম; আর তো এখন মা নাই যে, যত্ন কর্‌বে, আর বিয়েও হয়নি, কেন না, এমন লোককে কি কেউ কনে দেয়? কিন্তু ঔষধে কোন ফল হল না। ডাক্তারখানায় যেতাম—ঘা ধুইয়ে দিত, এখন ঘা কিছু কমেছে সত্য—কিন্তু পা ক্রমে ফুল্‌ছে, সবাই বলে, "তোর গোদ হয়েছে।" এখন আমার নাম "গোদা।" কি করি মশাই, পেট্টা তো আছে, খেতে হবে, পর্‌তে হবে, সবই কর্‌তে হবে। কোন গতিকে ভগবান্ চালিয়ে দিচ্চেন। এর উপর যদি চুরি-চাপাটি করি, তবে আর কি রক্ষে আছে। শেষে আরও কষ্ট হবে, এই জন্য ভগবানের নাম নিয়ে যা পাই, তাতেই দিন গুজরান্ করি।

যাক্, কলিকাতার গোয়ালা ও দুধ খেয়ে কি আরাম তাতো বুঝলেন; পল্লীগ্রামে কিন্তু উৎপাত নাই। গয়লারা অনেকটা সরল—দুধও ভাল দেয়—তার উপর কল্‌কেতা অপেক্ষা কিছু বেশীও পাওয়া যায়।

এদিকে কামিনীর মা রান্না চড়িয়ে দিলে, কামিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া

বলিল, "মা, সরোজিনীদের বাড়ী এক মাগী গিল্‌টির গয়না বিক্রী করতে এসেছে, আমার কানের দু-যোড়া ইয়ারিং কিনে দাও মা?"

"আচ্ছা, কর্ত্তা আসুন, কিনে দিব, এখন তুমি এক কাজ কর তো মা, ঐ আলু ক'টা কুটে দাও তো, আমি তাড়াতাড়ি তোমার জন্য ভাত চাপিয়ে দিই।"

"আমি তরকারি কুট্‌তে পার্‌বো না, আমার আঙুলে বেদনা হয়েছে, কাল সরোজিনীদের রোয়াকে পোড়ে গিয়ে এই কোড়ে আঙুলে অত্যন্ত বেদনা হয়েছে; হাত নাড়্‌তে পারচি না।"

"তুমি তো আমায় তা বল নি? ঐ আঙুলে ভিজা ন্যাকড়া বেঁধে দিই, এস।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণমোহন মজুমদার কোন কাজকর্ম্মে সংলিপ্ত নাই। সরকারি বা বে-সরকারি কোন কাজ করেন না। আর কাজ করিবার আবশ্যকও নাই। অবস্থা এক প্রকার ভাল; কায়স্থকুলতিলক—মানসম্ভ্রম বেশ আছে। গ্রামে কায়স্থদিগের নেতা। গ্রামে যতগুলি কায়স্থ আছে, কেহই তাঁহার অমতে কার্য্য করিতে সাহস করে না। এই সকল কায়স্থদিগের মধ্যে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ উভয়বিধ লোক আছে; তাঁহারা অবস্থাপন্ন ও সঙ্গতিপন্ন। কেহ কেহ সরকারি কেহ বা বে-সরকারি কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন তাঁহাদিগকে উঠ্‌তে বল্লে উঠেন ও বস্‌তে বল্লে বসেন। তাঁহার এতদূর ক্ষমতা কেমন করিয়া হইল? তিনি গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি। গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ হইলে কৃষ্ণমোহন মজুমদার মিটাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি গ্রামের মধ্যস্থ। কাজেই তাঁহার ক্ষমতা হইবার কথা। কেহই তাঁহার উপর কথা বলিতে পারে না। কেবল কায়স্থদিগের মধ্যেই তিনি শালিসি করেন এমন নহে, যে কয় জাতি গ্রামে বাস করিত, তাহাদের মধ্যেও তিনি মধ্যস্থ হইয়া গোলমাল মীমাংসা করিয়া দিতেন। সম্পত্তির মধ্যে ২০০ বিঘা জমি। তাহাতে ডাল, চা'ল, গম, বুট ও আর আর ফসল হইয়া থাকে। কোন অভাব

নাই। জমি প্রায় সমস্ত নাখরাজ, খাজনা লাগে না। চারখানি লাঙ্গল ও আটজন কৃষাণ অনবরত খাটিতেছে। একটী পুষ্করিণী আছে, তাহাতে নানা-জাতীয় মাছ—কখন মাছ কিনিতে হয় না। পুষ্করিণীর লাগাও একটী বাগান—তাহার চতুর্দ্দিকে কলাগাছ। বাগানটী ছয় বিঘা। নানাপ্রকার তরকারি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেই বৎসরের অভাব মোচন হয়। পল্লীগ্রামে এ সকল সুবিধা না থাকিলে বড়ই কষ্ট হয়। গ্রামে কখন বাজার বসে না, যাহার বাগান বা ধান চালের সংস্থান আছে, তাহারই মঙ্গল ; কেন না, তাহাকে আর কষ্ট পাইতে হয় না এবং গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে গ্রামের ভাল মন্দ লক্ষণ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। যে গ্রামের কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তাহার নাম রত্নপুর। রত্নপুর গ্রাম বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। গ্রামে প্রবেশ করিতে উত্তর-দিকে একটী দীঘি আছে। এই দীঘির জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। গ্রামের যত মহিলা এই দীঘিতে আসিয়া রান্নার্থে ও পানার্থে জল লইয়া যায়। তবে দীঘিতে তিনটী ঘাট আছে। এক ঘাট ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ জন্য, অন্য ঘাট ডোম ও হাড়িদের জন্য এবং তৃতীয় ঘাট মুসলমানদিগের জন্য। এ প্রকার না করিলে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত ; এই জন্য গ্রামের লোক একত্র হইয়া এই বন্দোবস্ত করিয়াছিল। সেই পর্য্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ কতকটা কমিয়াছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে গোলমাল হইতে থাকে। সে অতি সামান্য রকমের, তবে মাছধরা লইয়া একটী বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই অবধি দীঘিতে ছিপে মাছধরা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যে ন-বাবুর কথা উল্লেখ হইয়াছে, তিনি ফৌজদারী কাছারির হেড কেরাণী ; কাজেই তাঁহার কাছারির দুই চারিজন বন্ধুবান্ধব আছে। বিশেষতঃ গন্ধানপুরের গোবর্দ্ধন বাবুর সহিত তাঁহার মাখামাখি বেশী। দুইজনে ইয়ার লোক। গোবর্দ্ধন বাবু ছোট মুন্সেফ বাবুর নাজির। এক স্থানে উভয়ে অনেক দিন কার্য্য করায় মেশামিশি ও ঘনিষ্ঠতা খুবই। ঘনিষ্ঠতা হইবার আর একটী বিশেষ কারণ ছিল। উভয়ের একটী দোষ ছিল। তবে সে রকমের নয়। এক বাবুর বাড়ী কোন চাকরই টেঁকে না। তিনি যত চাকর রাখ্‌তেন, এক মাসের অধিক কাহাকেও টিকিতে দেখা যাইত না। বাবু বিষম বিপদে পড়িলেন। চাকর না হইলে কেমন করিয়া কাজ চলে? শেষে তিনি স্থির করিলেন যে, এবার চাকর পাইলে যাহাতে সে বেশী দিন টেঁকে, তাহাই করিবেন। আর সে যত দোষ করুক না কেন, সব মাপ কর্‌বেন।

একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "বাবু, আপনার চাকরের আবশ্যক আছে, তা আমায় রাখ্‌বেন ?"

বাবু। তুই সব কাজ পার্‌বি ত ?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, তা পার্‌বো, তবে আমার একটী দোষ আছে, সে দোষ আপনি কখন কখন দেখ্‌তে পাবেন, সব সময়ে পাবেন না।

বাবু। আচ্ছা, তোমার সে দোষটা কি ?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, সেটা আর কিছু নয়, সামান্য "আলুদোষ।"

বাবু মনে মনে ভাবিলেন, একেই ত চাকর পাই না, তাতে যদি ওকে এই দোষের জন্য ছেড়ে দি, তবে ত বিষম বিপদে পড়বো, আর ঐ দোষে আমার এমন কি ক্ষতি হইবে ? এই প্রকারে সাত পাঁচ ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কাজ করতে আরম্ভ কর, তার পর দেখা যাবে।"

চাকর কিছুদিন কাজ করে, কোন গোলমাল নাই, একদিন বাবুর ছেলেকে কোলে করিয়া বেড়াইতে গিয়াছে, এমন সময়ে ছেলেটা বড় অস্থির হইয়া উঠিল, তখন চাকরটা না থাকিতে পারিয়া ছেলেটার হাত এমনই মুচড়াইয়া ধরিল যে, তার হাতটী মটাস্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। চাকর বাড়ীতে আসিলে বাবু বলিলেন, "ছেলের হাত ভাঙ্গিল কিসে ?"

চাকর। আজ্ঞে, ছেলেটা বড় দুষ্টামি কর্‌ছিল, আমি হাত ভেঙ্গে দিয়েছি।

বাবু তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনাইয়া অনেক কষ্টে ছেলের হাত আরাম করিলেন, এবং চাকরকে সাবধান করিয়া দিলেন, বলিলেন, "দেখ্ আর যেন এমন দোষ হয় না ?" একদিন বাবু চাকরকে বলিলেন, "দেখ্, ময়রার দোকান থেকে ভাল টাট্‌কা এক সের জিলাপি নিয়ে আয়।"

চাকর তাড়াতাড়ি ময়রার দোকানে গিয়া টাট্‌কা জিলাপি এক সের লইয়া রাস্তায় খাইতে খাইতে আসিতে লাগিল। প্রায় তিন পোয়া জিলিপি পার হইয়া গিয়াছে, তখন বাড়ীতে আসিয়া হাজির।

বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "কৈরে, এক সের জিলাপি কৈ ?"

চাকর। আজ্ঞে, আমি ত পূর্ব্বেই বলেচি, আমার "আলুদোষ" আছে, এবার লোভালু ওবারে ক্রোধালু।

বাবু দেখিলেন, ব্যাপার গুরুতর। আর অধিকদূর গড়াইবার দরকার নাই, বলিলেন, "বাপু, তুমি আমার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাও, আমি চাকর না পাই, সেও ভাল, তবু তোমার মত চাকর রা'খব না, আজ তোর ক্রোধালু, কাল

তোর লোভালু, তার পর কামালু—তবে ত ভারি বিপদ—বের—ও—আমার বাড়ী থেকে। ব্যাটা যে দোষ করবে, তাই ওর "আলুদোষ হবে।" এই বলিয়া এক লাঠি লইয়া তাড়া করিলেন, চাকরও দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

তবে যে বাবুদের কথা উল্লেখ হয়েছে, সে বাবুদেরও একটা দোষ আছে।

একদিন গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন, "তোমাদের রত্নপুরের দীঘিতে খুব বড় বড় মাছ আছে, আমি ধরতে যাব।"

নবাবু কহিলেন, "সে আর বেশী কথা কি? তবে এই শনিবারে চল।" তখন উভয়ে গোযানে রত্নপুরে উপস্থিত হইলেন। দীঘির একপার্শ্বে মাছ ধরিবার আয়োজন হইল। প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন মাছধরা চলিতে লাগিল। একটী আলুদোষ ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তাহাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দীঘির ধারে এক মাদুর পাতিয়া আলুদোষ ক্রমাগত চলিতে লাগিল। ওদিকে ছিপ্ পড়িয়া রহিল। শেষে নানা ভঙ্গির গান—

১ম গীত।

দুজনে দেখা হ'ল—মধু যামিনীরে।
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে॥
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়,
লতা পাতা দুলে দুলে, ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখিবারি, গোপনে গেল ঝরি,
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে॥

২য় গীত।

বর সাজিয়ে, ঢোল বাজিয়ে, লোক জাগিয়ে
জানিয়ে যায়।
আজ শ্বশুর বাড়ী, সোণার বেড়ী,
পরিতে চলিলাম পায়॥
যাবজ্জীবন কারাবাস, তায় কত মনে উল্লাস,
গলায় দিয়ে প্রেমের ফাঁস, বেদেনী বাঁদর নাচায়।
ঠুলি দিয়ে টানায় ঘানি, বার করে তেল খাওয়ায় ছানি,
হাঁকায় মেরে পায় গুতানি, চড়ে আর পাথর চাপায়॥

হতে হয় শেষ ধোপার গাধা, চড়ে চাপায় লাদার গাদা,
ডাকায় হাঁকায় মেরে গদা, ছোলা ঘাস ছুটো না পায়।
ভরে না বাসনার খাদ, পেতে সাধ গগনের চাঁদ,
সদাই মুখে দে দে নাদ, বজ্রনাদ চেয়ে চমৎকার॥
কেউ করে খেদ বৌ না পেয়ে, কেউ পেয়ে দুখ বেড়ায় গেয়ে,
দিল্লীর লাড্ডু কেউ বা খেয়ে, কেউ বা না খেয়ে পস্তায়।
জড়ায় যেই আটাকাটিতে, উঠ্‌তে যায় পড়ে মাটিতে,
জড়ায়ে ভবের ভাটিতে ভজন বই আর নাই উপায়॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে গ্রামের মধ্যে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কৃষ্ণমোহন মজুমদারের বাড়ী এক সভা বসিয়াছে। গ্রামের কলু বুড়, শিরীষ নাপিত, কার্ত্তিক কর্ম্মকার ও গোপাল খুড় একত্র হইয়া নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছে। নবাবুর উপর সকলেই চটিয়া গিয়াছে। যে দীঘিতে মেয়েছেলে, স্ত্রীলোক বালক স্নান করে, জল আনে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, নবাবু কোথা থেকে এক বন্ধু জুটাইয়া এমন বদ্‌খেয়াল তুলে দিয়েছে যে, মেয়েছেলের দীঘি সরা বন্ধ হয়ে গেছে।

শিরীষ নাপিত বলিল, "এ ক্যামন মশাই, ভদ্দোর লোক হলো তো কি হলো; যা খুসি তাই করবে?"

কলুবুড়। আ—আ—আ—আ—মি লা—লা—লা—লা—ঠি মে—মে—মে রে—রে মা—মা—মা—মা—মা—তা ভে—ভে—ভে—ভে——

গোপাল খুড়। কলু বুড়র রাগে কথা বেরোচ্চে না। বাস্তবিক তো এমনধারা হলে কি করে চলে। নবাবু যা ইচ্ছে তাই কর্‌বে।

শিরীষ নাপিত। কেন, ঘরে বসে করুক না? কেউতো বারণ করেনি। জলের ঘাটে ও কি কাণ্ড!

কার্ত্তিক কর্ম্মকার কিছু গোঁয়ার বেশী—সে বলিল, "আমি বাবুটাবু বুঝি না, আজ ছুব্যাটাকেই খুন কর্‌বো, তারপর যা হয় তাই হবে।"

কলুবুড়। চ—চ—চ—চ—চ—ল্ আ—আ—আ—য়, আ—আ—আ—আ—জ্—

শিরীষ। কৰ্ত্তা মশাই যে কথা কন্ না; এখন কি করা যায়। আমরা কি স্ত্রীলোক বালক নিয়ে ঘরে বাস কর্‌তে পার্‌বো না? নবাবু ভদ্রলোক বলে কি আমাদের মাথা কিনে রেখেছে? যা হয় একটা করুন। যদি কিছু না করেন—তবেই একটা কাণ্ড হবে, আমি তো বল্‌ছি, ফৌজদারিতে ভয় করি না।

কৃষ্ণ মজুমদার বেচারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি না পারেন এগুতে, না পারেন পেছুতে। নবাবু একে মাতাল, যদি কাম্‌ড়েই বসেন, তবেই তো ভারি বিপদ। মাতালস্য নানা গতি। ওরা সব করতে পারে। ওদের তো আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। তা ওরা যদি দীঘি থেকে সরে এসে নিজের ঘরে মাতলামি করে করুক, তাতে ত তত দোষ হচ্চে না। ঘাটের মাঝে মাতলামি কেন? এ তো ভাল নয়। বিশেষ আবার যখন নবাবুর বেশ মানমর্য্যাদা আছে, তখন তার এমন কেলেঙ্কারী করাটা ভাল দেখায় না। পাঁচজনে যখন খাতির করে, গ্রামের মধ্যেও সঙ্গতিপন্ন, তখন মাতলামি করাটা একেবারেই ভাল দেখায় না। কিন্তু এখন করি কি—আবার এদিকেও এরা ত সব রেগে গস্ গস্ করচে, কি জানি কি কর্ত্তে কি করে ফেলে। এদের তো বিশ্বাস নাই। তা হলেই একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে। কার্ত্তিক তো এক ভয়ানক গোঁয়ার গোবিন্দ—ওর ভাল মন্দ বিচার কর্‌বার শক্তি নাই—ওকে একবার বল্লেই হলো মার—তা হলেই আর পায় কে? লাঠী নিয়ে দৌড়িল—মরি কি বাঁচি। একবার তো আমার জানা আছে—কি বিষম দাঙ্গা, বাপ! সে দিনের কথা মনে হলে ভয় হয়। ছজন মুসলমান কৃষাণ একদিকে—আর কার্ত্তিকে ব্যাটা একদিকে—একাই কি কাণ্ডটা কর্‌লে, চার ব্যাটা নেড়েকে একেবারে জখম করে ফেল্লে—আর দুব্যাটা তো ভোঁ দৌড়। আমি না থাক্‌লে বার ব্যাটাকে তো মেরেই ফেল্‌তো। শেষে কার্ত্তিকে ব্যাটা জেলে যায় আর কি। ভাগ্যক্রমে চার ব্যাটা নেড়ে বেশ সেরে উঠ্‌লো। আমরা গাঁয়ের পাঁচজনে মুসলমানদের হাতে পায়ে ধরলুম—তবে ব্যাটা রক্ষা পায়। তবুও তো ব্যাটার ভয় হয় না। একটা খুনটুন হলে ব্যাটাকে ফাঁসীতে ঝুল্‌তে হবে, তাতো একবারও ভাবে না। তাও বলি, ওরকম লোক না থাক্‌লেও গাঁ শাসনে রাখা যায় না। নেড়ে ব্যাটারা কি কম জ্বালান জ্বালিয়েছিল। আজ এর ধান কাটে, কাল ওর ধান

কাটে, কেউ ধরতে পারে না। কার্ত্তিকে ব্যাটাই তো ধরলে। ছজন মুসলমাল—আর ও একা। যদি ও ব্যাটা সেখানে না থাক্‌তো, আর কেউ থাক্‌তো, তা হলে ধান চুরি ধরাও পড়্‌তো না, আর তারই কি গতি হতো, তাই বা কে জানে। গরু মুরগী খেকো মুসলমান ওদের কি পারবার যো আছে—ওদের গায়ে কি কম জোর—কার্ত্তিকে ষণ্ডা বলেই নিস্তার পেলে—অন্য কেউ হলে তাকে আর মাট থেকে ফিরে আস্‌তে হতো না।

আর শিরীষ নাপ্‌তে ও ব্যাটাতো নাপিত ধূর্ত্ত—কথায় বলে,—

নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ।
পক্ষিমধ্যে বায়সঃ॥
পশুমধ্যে শৃগালঃ ধূর্ত্তঃ।
দেবতামধ্যে নারদঃ॥

এই চার ব্যাটা ধূর্ত্ত—তার মধ্যে নাপিত একজন। বল্‌তে গেলে নরলোকে নাপিতের ন্যায় ধূর্ত্ত আর কেউ নাই। ওদের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্যি—ওরা ইচ্ছে কর্‌লে কি না কর্‌তে পারে। একবার একজন সাহেব ক্ষেত্তরের রাজবাড়ীতে ম্যানেজারি পদ পান। সেই রাজার ম্যানেজার বড় একটা টেঁকে না। রাজা তাতে ভারী দুঃখিত। কিন্তু ম্যানেজার যে কেন টেঁকে না, তা তিনি জানেন না। তাঁর কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র ছিল, তা তিনি কখন বুঝ্‌তে পারেন নি। ম্যানেজার সাহেব আসিলেন—রাজা ভারী খুসী। সাহেব ম্যানেজার তিনি ভারী সন্তুষ্ট। রাজা সকলের কাছে বলেন, "আমার সাহেব ম্যানেজার আসিয়াছেন, এইবার সব দুরস্ত হবে।" সাহেব ম্যানেজারের জন্য রাজবাড়ীর ফটকের বাহিরে বৃহৎ প্রাসাদ বন্দোবস্ত হইল।

একটী অট্টালিকা প্রদত্ত হইল—ম্যানেজার সাহেব তথায় থাকেন। বাড়ীটা সাহেবী ধরণের—কোন অসুবিধা নাই। রাজা ভারী খুসী। একদিন রাজবাড়ীতে সন্ধ্যার সময় রাজার সভা বসিয়াছে। নাপিত, ধোপা হইতে আরম্ভ করিয়া যত বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেই উপস্থিত। এ সভা রাজবাড়ীতে হয় বলিয়া ম্যানেজার সাহেব থাকিতে পান না। সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ীর ফটক বন্ধ হইয়া যায়, কাজেই ম্যানেজার সাহেবকে বাহিরে থাকিতে হয়। আর সেই সভায় কি হয়, তা তিনি কোন সংবাদও পান না। সেই রাত্রি-সভা প্রায় প্রত্যহ হইয়া থাকে। সেই সভা বসিয়াছে, এমন সময়ে একজন পারিষদ বলিল, "হুজুর! ম্যানেজার সাহেব মুরগী খান।"



স্বর্গীয় গোপেশ্বর হালদার ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সবিনয় নিবেদন।—আলোচনার অষ্টম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। উপহারের ঘড়িটী এবার বড়ই উপাদেয় হইয়াছে, একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে মূল্য বা ভিঃ পিতে উপহার পাঠাইবার অনুমতি পত্র পাওয়া যায় নাই। অতঃপর আমরা আর পত্রের অপেক্ষা না করিয়া, ভিঃ পিতে উপহার পাঠাইব। গ্রাহকগণ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া অযথা আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, ইহাই অনুরোধ।

আলোচনা সমিতি।—হাওড়া জেলায় আজ আট বৎসর হইল, হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির একত্র সমাবেশে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আলোচনা নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানিও আজ আট বৎসর হইল, উক্ত সমিতি হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই সমিতির স্থাপনকর্ত্তা—পণ্ডিত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর ইহার স্থায়ী সেক্রেটারী কেহই ছিলেন না। এক্ষণে মুর্শীদাবাদ রঘুনাথগঞ্জের উদ্যমশীল শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস এফ, আর, জি, এস, মহোদয় এই সমিতির স্থায়ী সেক্রেটারী মনোনীত হইলেন। আশা করি, হরিদাস বাবুর দ্বারা সমিতির সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে।

বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস।—আজকাল আমাদের দেশে প্রায় সকল দ্রব্যই দেশীয়গণের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে, বিদেশীয়গণ তাহার যথেষ্ট আদর করিতেছেন। কিন্তু স্বদেশীয়গণের সেদিকে দৃষ্টি কৈ? এই যে বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসের কর্ত্তারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারতক্ষেত্রজ নানাবিধ গাছ গাছড়া এবং অন্যান্য দ্রব্য হইতে মহোপকারী নির্য্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন, স্বদেশভক্তগণের কি উহার আদর করা উচিত নয়? ভারতবাসীর পক্ষে ভারতক্ষেত্রজ ঔষধ যে মহা উপকারী, তাহা কে না স্বীকার করিবে? আমরা ইহাঁদের প্রস্তুত "জমানি জল" ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।

১২। দুইখানি পুস্তক।—আমরা "সৈয়দ মর্ত্তুজা ও আলী রাজা" নামক দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল ভক্তিবিনোদ দ্বারা পুস্তক দুইখানি সম্পাদিত হইয়াছে. মুসলমান বৈষ্ণব কবিদ্বয়ের কতকগুলি গীত এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মুসলমানের বিষ্ণুভক্তি হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য, পাঠে আমরাও পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। প্রকাশক দীর্ঘজীবী হউন।

বঙ্গদেশের সাবান।—দেশে সভ্যতা বিস্তারের সহিত আমাদের সাবান ব্যবহারও এক প্রকার সংক্রামক হইয়াছে। সামান্য গৃহস্থ হইতে ধনবানের গৃহে পর্য্যন্ত আজকাল সাবানের আদর। এই আদর এতদিন বিলাতী সাবানেই পর্য্যবসিত ছিল, এক্ষণে আমাদের দেশে "বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী" নামে একটী সাবানের কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। বিলাতী সাবান অপেক্ষা কোন অংশেই ইহাদের প্রস্তুত সাবান নিকৃষ্ট নহে, কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সকলেরই এই স্বদেশজাত দ্রব্যের আদর ও প্রস্তুতকর্ত্তাকে উৎসাহ দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইণ্ডিয়ান ষ্টোর।—ভারতজাত সমস্ত দ্রব্যের একত্র সমাবেশে এই কারবার সংস্থাপিত হইয়াছে। স্বদেশভক্ত ভারতবাসীমাত্রেই ইহার ক্রেতা হওয়া উচিত। দেশীয় দ্রব্যের আদর না করিয়া, কেবল কথায় দেশোদ্ধার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইণ্ডিয়ান ষ্টোরের দ্রব্যাদির মূল্য বাজার অপেক্ষা মহার্ঘ্য নহে, সাধারণে পরীক্ষা করিলেই সত্যতা জানিতে পারিবেন।

সাকার উপাসনা।

জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানবমাত্রেরই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করা উচিত। শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহার ধ্যান, ধারণা ও উপাসনায় জীবন উৎসর্গ না করিলে মানুষ মানুষ নামে অভিহিত হইতে পারে না। ঈশ্বর-ভক্তিবিহীন মানবজীবন বিড়ম্বনামাত্র, সেই উদ্দেশ্যহীন জীবনধারণে কোন ফল নাই।

ঈশ্বর-লাভ মনুষ্যজীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে হইলে তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন ও তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে।

পাত্রবিশেষে এই ধ্যানাদি উপাসনা, কেহ বা সাকার, কেহ বা নিরাকার ভাবে করিয়া থাকেন। যাঁহারা তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত অর্থাৎ যাঁহারা ঐশ্বরিক ভাবে বিভোর, যাঁহারা নিজেকে সোহং বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, আমরা এথানে তাঁহাদের কথা বলিব না—তাঁহাদের পক্ষে সকলই সম্ভব। সাধক যথন শীর্ষসমাসীন অর্থাৎ তুরীয় অবস্থায় অবস্থিত, সাধক যথন নিজেকে পরমহংস বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তথন তাঁহার আর উপাসনা অর্থাৎ উপকার প্রত্যাশায় ভগবানের অনুবৃত্তি করিবাব আবশ্যকতা থাকে না। সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মেব ব্রহ্মানন্দ উপভোগই তথন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ও মুখ্য কর্ম্ম হইয়া থাকে। ভগবান তথন তাঁহার হস্তের ক্রীড়ন স্বরূপ, যথন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন ; তথন সাধক সেই একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে যেরূপ ভাবেই হউক, আয়ত্ত করিতে পারেন ; অন্য কাহার সাধ্য নাই যে, সেই বিরাটমূর্ত্তি হৃদয়ে ধাবণ করিতে পারে। সেই বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি কল্পনার সাহায্যে হৃদয়ে স্থাপন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। শাস্ত্রে কথিত আছে, পাতাল সেই মহাপুরুষের অধোভাগ, রসাতল তাঁহার পদের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল তাহার গুল্‌ফদেশ এবং তলাতল জঙ্ঘা। সুতল সেই বিরাটমূর্ত্তির উভয় জানু, এবং বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়। মহীতল তাঁহার জঘন এবং নভোমণ্ডল তাঁহার নাভিসরোবর, স্বর্গলোক তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবাদেশ, জনলোক তাঁহার আসন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্রশীর্ষ বিরাটপুরুষের শিরোভাগ। সংসারমোহান্ধ মানব কি ইহা ধারণায় আনিতে পারে ? এইজন্য শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াছেন। বাস্তবিক শাস্ত্রে সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিরাটপুরুষের যেরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আয়ত্ত করা সামান্য মানবের সাধ্যাতীত ; যিনি ধারণায় আনিতে পারিয়াছেন, যিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি ধন্য, ভগবানে আর তাঁহাতে প্রভেদ মাত্র নাই। কিন্তু আমাদের মত সাংসারাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তির সে ধারণা শূন্যে গৃহ নির্ম্মাণের ন্যায় বিফল, একেবারে সেরূপ উপাসনা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। এইজন্য সামান্য জ্ঞানীর পক্ষে প্রথমে সাকার উপাসনায় মনোনিবেশ করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে যে অবস্থার লোক, তাহাকে সেইরূপ উপাসনায় ব্রতী হইতে

হইবে। আমি যথার্থ পাত্র নহি, তথাপি সাকার ছাড়িয়া সেই অচিন্তনীয় জ্ঞানাতীত ভগবানকে নিরাকারভাবে উপাসনা করিতে গেলেই ত বিভ্রাট হইবে। আর সেই জন্যই ত আজকাল ধর্ম্মজগতে এত বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্বাস ব্যতীত জীবের জীবনধারণ যেমন অসম্ভব, এই পৃথিবী সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সেই নিরাকার ব্রহ্মধারণাও তদ্রূপ অসম্ভব। এইজন্য পুরাকালের মহর্ষিগণ প্রথম অধিকারী অজ্ঞলোকের জন্য এই সাকার উপাসনার প্রচলন করিয়াছেন।

নিরাকার উপাসনা বড়ই কঠিন। যাহাকে ভাবনা করিতে হইবে, তাহার একটী মূর্ত্তি অবশ্যই মনে অঙ্কিত করা উচিত, নতুবা ভাবিব কি—কাহার ভাবনা ভাবিব? যাহাদের, বহুকষ্টে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভগবানের ভাবনা হৃদয়ে আনিতে হয়, তাহাদের সাকার ভাবে না ভাবিলে আর উপায় কি? যাঁহাদের ভাবিতে হয় না, যাঁহারা সোহং ভাবে পূর্ণ, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। অজ্ঞ সাধক নিরাকার উপাসনায় আশু ফল প্রাপ্ত না হইয়া অসহিষ্ণুতা বশতঃ পাছে ধর্ম্মবন্ধন বিচ্যুত হইয়া পড়ে, পাছে তাহারা এককালে নাস্তিক হইয়া দাঁড়ায়, এইজন্য নিরাকারের সাধক মহাজ্ঞানী ঋষিগণ তাহাদের জন্য সহজলব্ধ সাকার উপাসনার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রানুমোদিত সাকার মূর্ত্তির পূজা ও উপাসনাদি করিলেও বিবেকবুদ্ধি প্রখর হয়, ভক্তি প্রগাঢ় হয়, ঈশ্বর-প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়। এইজন্য অজ্ঞ সাংসারিকের পক্ষে সাকার উপাসনাই প্রশস্ত; ইহা না করিলে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হইবে। কে কবে সোপানাবলী আরোহণ না করিয়া একেবারে অট্টালিকার শিরোভাগে উঠিতে পারিয়াছে? বৃক্ষের শীর্ষস্থানে উঠিবার মানস করিয়া, কে না তাহার কাণ্ডের আশ্রয় লইয়া থাকে? সেইরূপ সামান্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব সাকারের উপাসনা ত্যাগ করিয়া কিরূপে একেবারে নিরাকারের উপাসনার অধিকারী হইবে?

যাহারা উপাসনা করিবে, উপাস্য দেবতাকে তাহাদের ভাল করিয়া জানা একান্ত আবশ্যক। যদি ভগবান সচ্চিদানন্দময় নিরাকার ব্রহ্ম হইলেন, যদি সেই বিরাটপুরুষ অনাদি অনন্ত, অব্যয়, অবাঙ্মনসগোচর অসীম হইলেন, ইহাই যদি তাহার স্বরূপ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তবে সসীম মানবের পক্ষে সেই অসীম ভগবানের ধারণা করিতে যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ভগবানের যে বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাণ্ডুনন্দন মহামনা অর্জ্জুন একদিন

আত্মহারা, দিশাহারা হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যোগীশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব ত্রিলোচন নিরন্তর শ্মশানে মশানে যোগসাধনা করিয়াও যাঁহার কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সাংসারাসক্ত সামান্য মানবের কি সাধ্য যে, সেই ব্রহ্মের নিরাকার মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারেন? কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়াই স্থূলরূপে তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করা একান্ত আবশ্যক এবং এই স্থূলমূর্ত্তির উপাসনাই সাকার উপাসনা। এইজন্যই আমরা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, শিব, গণেশ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করি; ইহাতে স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়, সংসার-দাবদগ্ধ মানবের বিশুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্র ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়, সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া পুতমন্ত্রের দ্বারা যখন তাহার পবিত্রতা সংসাধিত হয়, যখন আমরা সেইভাব হৃদয়ে ভাবনা করি, তখন মনে যেরূপ অব্যক্ত আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে, নীরস নিরাকার সাধনায় কি আমাদিগকে সে আনন্দ প্রদান করিতে পারে? আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার গৃহ, আমার সংসার—যাহাদের মূলমন্ত্র, এরূপ অহংভাবাপন্ন ব্যক্তির সেই সোহংভাবের ভাবনায় চিত্ত সংযত করিতে যাওয়া কি মূর্খতা নহে?

আমরা যখন যে সাকার মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পূজা করি, তখন সেই মূর্ত্তিই আমরা বিশ্বরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়াই পূজা করিয়া থাকি, পার্থিব উপাদানে গঠিত বলিয়া সেই মূর্ত্তির প্রতি হিন্দুর তখন সে চিন্তা থাকে না, ঈশ্বরের মূর্ত্তিজ্ঞানেই হিন্দুর সাকার মূর্ত্তির কল্পনা এবং সেই সাকার মূর্ত্তির বিষয়ই গীতায় এক স্থানে ভগবান কহিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্, মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ধর্ম্মবিপ্লবের সময় জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য যে তিনি স্বয়ং অবতাররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এ কথাও তিনি অর্জ্জুনকে গীতায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন:—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। পাঠক! এ তোমার আমার কথা নহে, হিন্দুধর্ম্মের সারগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখকমল-বিনিঃসৃত। তবে এ মূর্ত্তিপূজায় দোষ কি? এ পূজায় কি সেই পরমেশ্বরের পূজা করা হইল না? প্রতিমাপূজা ও ঈশ্বর পূজা হিন্দুর চক্ষে এক, প্রতিমাই যে ভগবানের বাহ্যরূপ। হিন্দুর প্রতিমা-পূজকের মধ্যে এখন এত উন্নত ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, যাহা আর অন্য কোন জাতির মধ্যে নাই। প্রতিমাপূজাই ধর্ম্মজীবনের বাল্যক্রিয়া। হিন্দুর

ধর্ম্মসাধনা স্বভাবতই উন্নতির দিকে অবিরাম গতিশীল, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভই তাহার চরম উদ্দেশ্য। প্রথমে তাহারা পুতুল খেলা করে বটে কিন্তু সেই পুতুলখেলাই পরিণামে তাহাদিগকে ঈশ্বর সমীপে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। বালক চিরকালই বালক থাকে না, আজ যে বালক, কিছুদিন পরে সেই আবার বালকের পিতা হইবে। সেইরূপ প্রতিমাপূজারূপ বাল্যক্রিয়া অভ্যাস করিতে করিতে পরিশেষে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। যে প্রতিমা পূজা করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, প্রতিমাপূজা করিয়া যে সর্ব্বার্থ সার ভক্তিরত্ন লাভ করিতে পারে, কালে সেই প্রতিমাপূজাই যে তাহার ব্রহ্মলাভের কারণ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? উপাসনা করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধি, একাগ্রতা, বিশ্বাস, এ সকলের একান্ত আবশ্যক, নতুবা একেবারে উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে গেলেই ত পতন নিশ্চয়। যে কখন নদী দেখে নাই, তাহার নিকট সমুদ্রের বিষয় বর্ণনা করিলে সে যেমন কিছুই বুঝিতে পারে না, সেইরূপ সাকারে যাহার বিশ্বাস ও যাহাতে একাগ্রতা স্থাপিত হয় নাই, নিরাকারে তাহার বিশ্বাস কেমন করিয়া হইবে? এইজন্য শাস্ত্রকারেরা অধিকারীভেদে উপাসনার নিয়ম প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ ঐ সকলের নিয়ম প্রণালী স্বতন্ত্র হইলেও উদ্দেশ্য কিন্তু এক—ব্রহ্মলাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব ভাই হিন্দু! তোমাদের এরূপ সরল ও সহজ উপায় থাকিতে কেন বিভিন্ন মতাবলম্বন করিয়া আপনার পরকালের পথ কণ্টকময় কর, ইষ্ট ভুলিয়া কেন অনিষ্টের পথে অগ্রসর হইয়া মনুষ্য নামের অযোগ্য হইতেছ? কর ভাই—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু! ভক্তি প্রাবল্যে একান্তমনে সেই বিশ্বময়ের মূর্ত্তি গঠন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা কর, তাঁহার উপাসনায় মনপ্রাণ আহুতি প্রদান কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে, পরকালে এই মূর্ত্তি পূজার দ্বারাই তোমাদের ব্রহ্মলাভ উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সম্পাদক।

সতীত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(নিবিড় কানন মধ্যে মন্দির। গবাক্ষ মধ্যে আলোক।)
কাননের একপার্শ্বে সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী। কোথায় আসিনু! ঘোর নিবিড় অরণ্য!
বন্যপশু ভিন্ন অন্য জীবে না সম্ভবে
বাসিতে এ বাসে! ত্রাসে শিহরে পরাণ!
নাহি পরিত্রাণ দেখি এ ভীষণ বনে!
গাঢ় তমঘনে আজি ছাইয়া ধরণী
জগতের জীববৃন্দে নিস্পন্দ করেছে,
হয়েছে পবনগতি! মিহির মণ্ডলে
বন্দী যেন রাখিয়াছে তিমির আগারে!
শ্বাপদ সঙ্কুল এই অবরুমাঝারে
তরুতলাশ্রয় এবে অতি ভয়াবহ!
অহরহ চমকিছে প্রাণনাশ ভয়ে।
নক্রগ্রাস ত্রাসে মীন, যেমন আশ্রয়
জলধী জীবনে লয়,—মকর আলয়ে,
এ মোর অবস্থা ঠিক ঘটিয়াছে তাই!
নিরুপায়! নিরাশ্রয় সন্ন্যাসীর ভালে
আজি কি শেষের দিন লিখিলেন বিধি?
দুখার্ণবে আশাভেলা বাহিয়া আয়াসে
অবশেষে ডুবিল কি বিঘোরে বিজনে!
বিধির নির্ব্বন্ধ যেটী অবশ্য ঘটিবে—
হইবে যা হইবার ভাবিব কি আর,

সারমাত্র এ সময় ডাকি একবার,—
দেখি তারা নামে হরে হরের লিখন ;
'কোথা তারা দিশেহারা দেহ দরশন
তারা, তারা, এ দুস্তরে তার মা এখন !'

(ক্ষণপরে)

ভাল, আলো এ কিসের আসে হেথা !

(অগ্রসর হইয়া গবাক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করত কাননের একপার্শ্বে উপবেশন ও চিন্তা)

সন্ন্যাসী। নিবিড় বিপিনে আসি একাকী নির্জ্জনে
সম্মুখে প্রদীপ দীপ্ত ! চিত্তসংযমনে
একি, কোন যোগী বসি আছে যোগাসনে ?
সন্দ হয় মনে ! নির্নিমেষ ভ্রু-নয়ন !
বাহ্যজ্ঞান হত যাঁর আলোক অন্তরে
দীপ্ত দীপালোক তাঁর কিবা প্রয়োজন ?
কারণ ইহার জানা চাই ভালমতে !

(গমনোদ্যত ও স্তম্ভিতভাবে)

কি জানি ব্যাঘাতে পাছে ঘটে অমঙ্গল ?
আমার আবার ছাই মঙ্গলের চিন্তা !
মঙ্গল আধারে এই বিশ্বচরাচরে—
যেজন ভিখারী গৃহত্যাগী উদাসীন,
মূর্ত্তিমান সংসারের অশিব-প্রাক্তন,
সে জন এরূপভাবে কেন অকারণ ?
কর্ম্মলোভী মর্ম্মভেদী ফললোভে যেবা
ভুগিতেছে অবিরত অশান্তি মানসে,
কি আছে মঙ্গল তার এ মহীমণ্ডলে ?
যাই হোক, যাই পুনঃ যা হবার হবে !
যোগী হন দুঃসময়ে দিবেন আশ্রয় !

(অগ্রসর হইয়া গবাক্ষ দিয়া দর্শন ও ভয়বিহ্বলচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উপবেশন)

সন্ন্যাসী। কি ভয়ানক!—ভীমকায়! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!
জটাজূটধারী ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট!
পাপিষ্ঠ কি ভীষণ ব্যাপারে ব্যাপৃত!
রজ্জুবদ্ধ নরশিশু! তীক্ষ্ণ খরশাণ!
সম্মুখে আসব পাত্র! স্তূপাকার যেন!
মৃণ্ময়ী মূরতি, অতি বিভীষণা! এ কি!
ভ্রমে কি এরূপ করি পরিদরশন!
মতিভ্রম হইল কি মোহের ছলনে?
না! না! এ যে প্রত্যক্ষই করি দরশন!
স্বপনে এরূপ দেখা কভু না সম্ভবে,
মানব বাসনা-সরে কল্পনার ছায়া
স্বপনের প্রতিভাতি সুষুপ্ত সময়ে
খেলনার মত জীবে খেলা করে লয়ে!
এ ত তাহা নয়! এ যে কখন আসে না—
কখন ভাবে না মনে—মানবজীবনে?
ও! এ দুরাচর নরপিশাচ পাষণ্ড!
কি কৌশলে আনিয়াছে হরি কার ধন—
হৃদয়-রতন লুঠি হৃদয়-ভাণ্ডার?
দুরাচার! নরবলী দিবে এ রতনে?
ওঃ! একি নরঘাতি পামরের দেশ!
এখানে কি দয়াধর্ম্ম নাহি মাত্র লেশ!
নাহি জ্ঞানী, নাহি কোন প্রবীর সুজন
এখন উদিছে ভানু উদয় অচলে!
এখন কৃশ্রাণু তেজে প্রাণীদেহ জ্বলে।
এখনও ছয় ঋতু পর্য্যাক্রমে বয়;
তবে এ ব্যাপার—এ ভীষণ ব্যাপার!
হতেছে অরণ্য মাঝে নির্জ্জনে গোপনে?
দয়াময়ী নামে আমি ডাকিনু তরাসে—
তাই কি মূরতি ভীমা দেখালেন রোষে?
নরবলী! কালি! তুমি নরবলী লবে?

কোন্ মতে—কার বিধি নরবলী—বলি !—
কি ভাবে তন্ত্রের মর্ম্ম—কেবা পরিগ্রহে ?
গুরুর গুরুত্ব ভার ! অজ্ঞান যে জন
শিববাক্য বিরোধ আভাষে ব্যাখ্যা করি
শিবময় জগতের অশিব সাধিছে—
তার তুল্য নারকী কি আছে ত্রিভুবনে ?
বিশ্বভাণ্ডোদরী যিনি, জীব-প্রসবিনী !
অশিবনাশিনী হয়ে শিবময় জীবে,
বলীরূপে নরশিশু লইবেন তিনি ?
মানব-জননী দেখ সুতের যতনে
জীবনের প্রতি যার নাহি থাকে লক্ষ্য,
ভক্ষ্যরূপে নিয়োজিবে জীবের জীবন
ত্রিভুবন জননীর কাছে ! দুরাচার !
বদ্ধসীমা স্নেহ যদি জীবের জননী !
জগৎ জননী কে না বুঝে আপামর।
অনন্ত অসীমা তাঁর স্নেহের আধার !
তাঁর তরে নরবলী ? কার কথা বলি ?
কি করি ? কাঁপিছে প্রাণ ত্রাসে ? রোষাবেশে
নয়নে অনল মোর উঠিছে জ্বলিয়া !
হেন কাপুরুষ বল কে আছে জগতে
না শাস্তি পামরে—নাহি করি প্রতিকার—
প্রাণ লয়ে পালাবে তরাসে ?—অসুরনাশে—
নশ্বর শরীরী পক্ষে কিবা আছে ভয় ?
পরাজয় ! যদিও অসুর পাশে দেবে
মানি সত্য, কিন্তু সে অধিকক্ষণ নয় ?
ধর্ম্মবলে অধর্ম্মে ব্যর্থ করিবারে
শক্তি ;—সর্ব্বশক্তিমান বিদ্যমান সদা !
যাই আমি দেখি কিবা করিবারে পারি ! (ক্রমশঃ)

শ্রীমহিমাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সংসারে জলবুদ্‌বুদ্‌।

"The earth hath bubbles, as the water has,
And these are of them, whither are they vanished."

Shakespeare.

ভগবানের বিচিত্র লীলা, মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে কি কার্য্য সাধন করেন, আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা কোথায়? আমরা সময়ে সময়ে মূঢ়তাবশতঃ বিধাতার কার্য্যের আলোচনা ও দোষারোপ করিয়া থাকি, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উহা ভ্রম মাত্র। এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্র জলবুদ্‌বুদের প্রায় কত মানবের আবির্ভাব হইয়া অকালেই লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিকই উহা অকাল কি.না, নির্ণয় করিতে যাওয়াই আমাদের পক্ষে নিতান্ত বাতুলতামাত্র। যাহা হউক, অদ্য আমারা একটী সাধারণ উচ্চ অন্তঃকরণ ও মহানুভাবতার পরিচয় প্রদান করিব।

৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটনিবাসী দরিদ্রগণের পিতামাতাস্বরূপ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের পরিচয় পাঠককে আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। "বঙ্গভূমি" প্রভৃতি পত্রিকায় ইহাঁর পরিচয় পাঠক অনেক-বারই পাইয়াছেন। ইনি ধনীগণের গৃহে বিশেষরূপে পরিচিত না হইতে পারেন, কিন্তু অক্ষম দরিদ্রগণের বিশেষ পরিচিত ও একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ। দুস্থ প্রতিবাসীগণ ইহাঁর করুণারস আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এই সুবৃহৎ কলিকাতা সহরে বহুতর সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক থাকা স্বত্বেও অনেক সময়ে হতভাগ্য দরিদ্র রোগীদিগের অভাব ও কষ্টের লাঘব হয় না। ডাক্তার নগেন্দ্র বাবু প্রকৃতই বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত বিনামূল্যে দুঃখী রোগীগণকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বিগত পঞ্চদশবর্ষকাল চিকিৎসা ব্যবসায় আলোচনা করিয়া উক্ত শাস্ত্রে ইহাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছে। ইনি সিয়ারশোল রাজবাটীর পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন; এবং কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র ছিলেন।

স্বর্গীয় গোপেশ্বর হালদার আমাদের আখ্যায়িকার উল্লিখিত ডাক্তার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গোপেশ্বর ১২৮৬ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতার গৃহ আলোকিত করেন। ইনি স্বনামধন্য মুর্শিদাবাদ